



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 4 Issue • 4 January, 2022, Tuesday • ১৯ পৌষ, ১৪২৮, মঙ্গলবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

আরটিপিসিআর ব্তান্ত

রাজভবন

দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজা সফরে আসছেন। দেশজুড়ে ‘ওমিক্রন’ আতঙ্ক। স্বভাবতই, প্রধানমন্ত্রীর সংস্পর্শে বা চৌহদ্দিতে পা রাখবেন, এমন সকলের করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে গত দু’তিন ধরে। পশ্চিম জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য কার্যালয় থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা পরীক্ষা চলেছে। গত দু’তিন দিনে প্রায় ১৪০০ আধিকারিক এবং কর্মীর করোনা-নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এই সংখ্যাটি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে নানা সরকারি দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত। তালিকা থেকে বাদ যায়নি রাজভবনও। রাজভবন থেকে ৮৪ বছর বয়সী এসএন আর্থ, ২৬ বছরের সুজয় কুমার, পুলিশ আধিকারিক বাদল দেববর্মী এবং রোহিত শেঠির নমুনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। সকলেই করোনা নেগেটিভ।

যীষ্ণু টু রতন

রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব’রও করোনা আরটিপিসিআর পরীক্ষা করানো হয়েছে। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন থেকে শুরু করে আরো বহু প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের করোনা পরীক্ষা হয়েছে। বাদ যাননি অন্য মন্ত্রীরাও। সকলেই নেগেটিভ।

দায়িত্বে ৩০

পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে রাজা পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব, উচ্চ আধিকারিক পুণিত রাস্তোগী, সৌরভ ত্রিপাঠি সহ আরো অনেক পুলিশ কর্মকর্তাদের করোনা পরীক্ষা করাতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে। আন্তাবল মাঠে যে ক’জন প্রধানমন্ত্রীকে নানাবিধ পরিষেবা দেওয়ার জন্য রত্নকারিভাবে দায়িত্বরত এমন ৩০ জনের করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিম জেলাশাসক কার্যালয় থেকে মোট ২৭ জনের করোনা পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সকলেই পরীক্ষায় ‘পাশ’ করেছেন।

১৩৬ জন বিমানবন্দরে

মহারাজা বীরবিক্রম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোট ১৩৬ জন কর্মী দেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে ‘ভিউটি’-তে থাকবেন। ১৩৬ জনের মধ্যে একেকজন বিমানবন্দরের একেকটি জায়গায় দায়িত্বরত থাকবেন। গত ২ তারিখ বিমানবন্দরের মোট ৭৩ জন আধিকারিক এবং কর্মীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এদিকে, পশ্চিম জেলাশাসক কার্যালয়ে মোট ২৭ জন নমুনা দিয়েছেন করোনা পরীক্ষার জন্য। সকলেই নেগেটিভ।

দূরদর্শনের ৫১

দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলা থেকে একটি সুবিশাল টিম মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কভারেজ-এ যুক্ত থাকবেন। দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার মোট ৫১ জনের করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। ৫১ জন আধিকারিক এবং কর্মীরাই মঙ্গলবার যুক্ত থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর ‘লাইভ কভারেজ’-এ। এই কেন্দ্রের সকলেই করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ এসেছেন।

স্বাস্থ্য দফতর কোভিড নিয়ে ‘ওভার কনফিডেন্ট’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। তবে কী দেশের প্রধানমন্ত্রীর সফর শেষ হলেই করোনার নয়া ভারিয়েন্ট ‘ওমিক্রন’ নিয়ে উঠে-পড়ে লাগবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর? মঙ্গলবার দুপুর থেকে শহরের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানকে ঘিরে শাসক দলীয় নেতা-নেত্রী এবং কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ থাকবে। ‘স্বাস্থ্য দফতরের ভাষায়, ‘কোভিড প্রোটেকল’ ভাঙ হবে প্রতি সেকেন্ডেই। সহজেই অনুমেয়, মঙ্গলবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে উক্ত মাঠটিতে করোনা বিধিকে বুড়ো আড়ুল দেখিয়েই সাধারণের ভিড় জমবে। স্বভাবতই প্রশাসনিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে, সম্প্রতি জারি করা করোনা বিষয়ক নির্দেশিকাটি কলাপাতা হয়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু কথা হলো, গত অক্টোবর মাসে যখন কলকাতায় করোনা পজিটিভিটি ছিলো ৭.৭৪ শতাংশ, তখনও আগরতলা বিমানবন্দরে

বঙ্গ ফেরৎ বিমানযাত্রীদের নিয়ে দুষ্টচিত্তা চরমে

করোনা পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক ছিলো। সেই অর্থে বাধ্যতামূলক না হলেও, একটি কড়া নজরদারি অন্তত ছিলো। গত বছর পজিটিভিটি রোট যখন বঙ্গে ১০ শতাংশের কম ছিলো, তখনও নিয়মিতভাবে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষা করানো হত। অতী, বর্তমানে কলকাতাতে করোনা পজিটিভিটি রোট ২৯.০৭ শতাংশ, হাওয়াতে করোনার পজিটিভিটি রোট ১৬.৬৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের অন্য অনেকগুলো জেলাতেই পজিটিভিটি রোট ৫ থেকে ১১’র মধ্যে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে কী কারণে এখনো পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা রাজ্যের বিমানবন্দরে পা রাখছেন, তাদের করোনা পরীক্ষা হচ্ছে না, তা বোঝা মুশকিল। পশ্চিমবঙ্গের মাদাদা, বীরভূম, হুগলি সহ বেশ কয়েকটি জেলাতেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। বঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব

● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। আজ আগরতলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ এক বড় প্রাপ্তি ত্রিপুরাবাসীর জন্য। দেশের পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন। তার ব্যত থাকার কথা উত্তরপ্রদেশ নিয়ে, পাঞ্জাব নিয়ে। কিন্তু তিনি ছুটে আসছেন ত্রিপুরায়। যে ত্রিপুরা দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে বহুদূরে। ত্রিপুরাবাসীর জন্য তার যে আবেগ আর অনুভূতি তাকে সফল করে প্রধানমন্ত্রী ছুটে আসছেন সব বাধা ফেলে। বিরোধীরা কথায় কথায় কত কিছুই বলছেন বাটে কিন্তু ত্রিপুরাকে হীরা উপহার দেওয়ার কথা তিনি বলে গিয়েছিলেন। তাই হীরা আজ ত্রিপুরাবাসীকে শেবেন। সেই ভাবনাতেই ত্রিপুরাবাসী আজ উন্মুখ। ত্রিপুরাকে ন্যাশনাল হাইওয়েতে দেশের অন্য প্রান্তের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কাজ চলছে। হয়তো এই কাজ আগেই শুরু হয়েছিলো কিন্তু সেই কাজের যে অগ্রগতি তা এই আমলেই হচ্ছে। যার সাক্ষী তরুর ত্রিপুরা কিংবা ধলাইয়ের মানুষ। হীরার দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে ইন্টারনেট। এই কাজের অগ্রগতি তেমন নেই, তবে আগামী এক বছরের মধ্যে যে হয়ে

নার্সিং হোম কেলেঙ্কারিতে অগ্নি নির্বাপক দফতরও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। গত সোমবার প্রতিবাদী কলম প্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ‘স্বাস্থ্য দফতরে মেগা কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে’ শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরে তু মূল আলোচনা শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর সফর শেষ হলেই



বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসতে পারে স্বাস্থ্য দফতর, এমনটাই খবর। সোমবার খবরটি প্রকাশের পর, একই বিষয়ে আরো মিথ্যাচার ও কেলেঙ্কারির নমুনা প্রকাশ্যে এলো। কিভাবে শাসক দলের নাম ব্যবহার করে ডা. বাগ্গাদিত্য সোম শহরের বৃকে একটি বেআইনি নার্সিং হোম খুলে নিয়েছে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে এখন। পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ে এক- দু’জন আধিকারিক বাগ্গাদিত্যবাবুর ছাত্রছাত্রী বলে জানা গেছে। তিনি সেই সুযোগ নিয়ে,

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়কে মিথ্যাভাবে ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। শহরের শাসক দলের প্রধান কার্যালয়ের দু’তিনটি বাড়ি পরেই ‘সিটি হাসপিটাল’ নামে একটি নার্সিং হোম বেআইনিভাবে

জাড়া শুরু করেছে বলে অভিযোগ। সোমবার এই প্রক্রিয়ায় এ সম্পর্কে

বিস্তারিত খবর প্রকাশ্যে এসেছে।



মঙ্গলবার প্রতিকার হাতে প্রমাণাদি জমা পড়েছে যে, শুধুমাত্র আগরতলা পুর নিগমের বিল্ডিং রুলস ভঙ্গ করাই নয়, অগ্নি নির্বাপক দফতরের তরফে যে এনওসি নিয়ে নার্সিং হোমটি কাজ চালাচ্ছে, সেটিও বেআইনি বলে অভিযোগ উঠেছে। অগ্নি নির্বাপক দফতর সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ মার্চ এক প্রতিনিধি দল উক্ত দালানবাড়িটিতে ‘ইঙ্গপেকশন’এ যায় এবং অগ্নি নির্বাপক দফতর সে মাসেরই ২৩ তারিখ ডা. বাগ্গাদিত্য সোমকে এনওসি প্রদান করে। সেই

এনওসিতে যে যে বিষয়গুলো উল্লেখিত রয়েছে তার বেশ কিছু জায়গা অমান্য করেই কাজ চালাচ্ছে নার্সিং হোমটি। প্রাইউড দিয়ে পার্শিশন দেওয়া নার্সিং হোমটির ঠিক সামনেই ট্রান্সফরমার। অগ্নি নির্বাপক দফতর লিখিতভাবে জানিয়েছে, উক্ত নার্সিং হোমটিতে দুটো এলিট এবং একটি ইমার্জেন্সি এলিট রয়েছে। কিন্তু ডা. বাগ্গাদিত্য সোম যে লেআউট জমা করে প্রতিভিনাল রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন, সেটিতে একটি এলিট এবং একটি এল্টিজ পয়েন্ট দেখানো হয়েছে। অগ্নি নির্বাপক দফতর বোলেছে, নার্সিং হোমটিতে করিডরগুলো ১.৭ মিটার চওড়া। কিন্তু বাস্তবে যে লেআউট স্বাস্থ্য দফতরে জমা পড়েছে তাতে ১.৫ মিটার দেখানো হয়েছে। এছাড়াও, টুলি চলাচলের জন্য আইনে যে দুই থেকে তিন মিটারের মাপ রয়েছে, সেটিও অমান্য হয়েছে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিতে। এভাবে সমস্ত ধরণের আইন অমান্য করে কিভাবে শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি নার্সিং হোম যাড়া শুরু করে দিলো, তা বোঝা মুশকিল। ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ডস্ট্রাকচারাল রুল ২০১৯-এর বেশ কয়েকটি ধারা অমান্য করেও শুধুমাত্র শাসক দলের প্রভাবে শহরে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে নার্সিং হোমটি। তাছাড়া আগরতলা● এরপর দুইয়ের পাতায়

তৃণমূলের ‘বড়’মানে ‘বারা’ সাংসদ অভিষেক ‘এসডিপিও’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। ‘অ্যাট দ্য ইলাভেন আওয়ার বাংলা’ ‘এগারো ঘন্টার’, ‘ফ্লিমজি এক্সিউজেন্স’ মানে ‘স্ক্রীণ অজুহাত’, ‘স্টেট মিনিস্টার (‘মিনিস্টার অব স্টেট নয়’) দাঁড়িয়েছে, ‘প্রতিমন্ত্রী’, ‘বড়মুড়া (হাতাই কতর)’ হচ্ছে ‘বারামুরা’। তৃণমূল কংগ্রেস’র প্রেস বিবৃতি এই পাঠ দিয়েছে। তাদের সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায় ত্রিপুরায় এসেছিলেন রবিবারে। ‘বড়মুড়া ইকো পার্ক’-এ তাকে মিটিং করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ, সেই নিয়ে টিএমসি তার বক্তব্য সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, সেখানে এইসব লেখা হয়েছে। সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি টিএমসি’র। তেমন বিখ্যাত গায়ক কবীর সুমন, নচিকেতা চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল সেন এই দলেই কবি জয় গোস্বামী’র দলও এটাই। বিখ্যাত অভিনেতা আছেন, উদাহরণ দিয়ে বললে পরমব্রত বন্দোপাধ্যায় যেমন। লোলা সেন, প্রমুখও আছেন। এই দলের প্রধান মুখপাত্র ডেরেক ও’ড্রায়েন’র মত দক্ষ কুইজ মাস্টার। কুনাল ঘোষের মত সাংবাদিকও মুখপাত্র। সেই দলের বক্তব্য লিখিতভাবে জানানো হচ্ছে এমনতর ভাষায়। অভিষেক এসেছিলেন বিজেপি’র আক্রমণের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস’র কর্মীদের ভরসা দিতে, ত্রিপুরার হারিয়ে যাওয়া গৌরব উদ্ধার করতে, বিবৃতি এমনই জানাচ্ছে। বিবৃতিতে এক জায়গায় যতি চিহ্নহীন এক স্তবকে শেষ মুহূর্তে অনুমতি বাতিল বোঝাতে ‘এগারো ঘন্টা’ লিখে বলা হয়েছে, “এতটাই যে খারাপ পরিস্থিতি যে বারামুরা ইকো পার্কে একটি অরাজনৈতিক উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের পরিকল্পিত বৈঠক এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে পরবর্তী কথোপকথনের জন্য ত্রিপুরা পুলিশ এগারো ঘন্টার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেছে। ‘যে’, ‘যে’, ইত্যাদির বেসামাল ব্যবহারে তৈরি বাক্যের বাংলায় ‘বড়মুড়া’ হয়েছে ‘বারামুরা’, জ্যাই ডিকশনারি নয়, সাধারণ ডিকশনারি বলছে, ‘বারা’ মানে ‘নিবারণ’, ‘বারণ’, ইত্যাদি। ‘মুরা’ বলে ডিকশনারিতে কিছু পাওয়া যায়নি, তবে স্থানীয় কথায় ‘মুরা’ মানে ‘শক্ত মার দেওয়া’, হয়ত ‘মুড়িয়ে দেওয়া’ থেকে কথটি এসেছে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

কালো বেলুন তুলে নিল পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। ক্ষেপাগাত্র, বন্যপ্রাণী, গাঁজা-হেরোইন, কিংবা বাঘের চামড়া, এরকম বিক্রি-নিষিদ্ধ মহারাজগঞ্জ (গোলবাজার) বাজারের দোকানে দোকানে হানা দিয়ে তুলে নিয়ে গেছে সব কালো বেলুনের প্যাকেট। দোকানিদের সেই জন্য কৌণও দাম দেয়া হয়নি, শুধু তুলে নেওয়া হয়েছে, মাগনা। দাম দিয়ে আনা বেলুন বিক্রির জন্য ছিল দোকান, সেই বেলুন পুলিশ ‘সিজ’ করেছে। কোনও কারণ না দেখিয়েই।

কমদিন আগেই দোকানদারদের নিষেধ করা হয়েছিল কালো বেলুন বিক্রি না করতে। কেউ বিক্রি না করলেও, মজুত বেলুন ‘সিজ’ হয়ে গেছে। অন্য কোনও রঙের বেলুন

রঙের বেলুনই বিক্রি হয়। কালো বেলুনও হয়।

পুলিশের সূত্রে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী আসছেন আগরতলায়, সরকারের আশঙ্কা যে, অসন্তুষ্ট

সভামঞ্চ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগের রাতে সরকারি ব্যবস্থা পনায় তৈরি সভামঞ্চ দেখা গেল বিজেপির নেতাদের। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা, বিওয়াইজেএম নেতা নবাবুল বকি, ডিকি প্রসাদ প্রমুখদের। তারা নাকি শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসছেন সরকারি সফরে, বিমানবন্দরে নতুন একটি টার্মিনাল উদ্বোধনের জন্য। তার আসা-যাওয়ার দায় দায়িত্ব, ব্যাডার সবই সরকারি। সভামঞ্চও সরকারি ব্যবস্থা পনায় তৈরি। সেখানে দলীয় বিশেষজ্ঞদের খতিয়ে দেখা বিষয় থাকতেই পারে না। শখ করে দেখতে গেলে তাও এককথা। দলীয় প্রচারে ভোটের কাজে এলেও বিজেপি নেতাদের চেয়ে এসপিজি অফিসারদের আগের রাতে মঞ্চ বেশি খুঁটিয়ে দেখার কথা। দলীয় প্রচারে এলে সভামঞ্চের মালিক হিসেবে দলের নেতারা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

কমরেডদের বর্শামুখে সিপিএম নেতৃত্ব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। বিজেপির ৪ বছরেই তিতিবিরক্ত মানুষ যখন এর বিকল্পের খোঁজ শুরু করেছে, তখনও সিপিএম রয়েছে তাদের পুরোনো ট্র্যাকেই। ৪ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকার পরেও নিজেদের মধ্যে আত্মসমীক্ষা কিংবা সংশোধনী প্রক্রিয়া যে এখনও চালু করতে পারেনি এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের সাম্প্রতিক লোকাল ও বিভাগীয় সম্মেলনগুলোতেই। ধারণা ছিল, যে কারণগুলোর কারণে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল সিপিএমকে, ক্ষমতার বাইরে চলে যাবার পর দল নিশ্চিতভাবেই আত্মবীক্ষণের মাধ্যমে সেই ভুলগুলো শুধরে নেবে। কিন্তু সাম্প্রতিক সম্মেলনগুলোতে সিপিএম তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে বাম

আমলেই এক রাশ অভিযোগ দানা বেঁধেছিল। যা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন

দুর্নীতিবাজরাই কমিটির শীর্ষে

স্থানেই দলীয় সমর্থক এবং ক্ষমতার বুজুর বাইরে থাকা কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কমরেডদেরই বক্তব্য, ঠিক যে অভিযোগের কারণে বামদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সাধারণ মানুষ, সেই অভিযোগগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে সম্মেলনের মাধ্যমে বনুন নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা ছিল সময়ের দাবি। কারণ, সাধারণ মানুষ অভিযুক্ত এবং ক্রোদ্ধ মুখগুলোকে আর দেখতে চাইছিলেন না। কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব তাদের পুরোনো ট্র্যাক

থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দলের তরুণ

দুর্নীতিবাজরাই কমিটির শীর্ষে

প্রজন্ম সবকিছুতেই কৌতুহলী এবং অণুসন্ধিচ্ছুক হবার কারণে তাদের

উপর দলের সিনিয়র নেতারা ভরসা রাখতে পারেননি। ফলে তরুণ

দুর্নীতিবাজরাই কমিটির শীর্ষে

প্রজন্মকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েই অভিযুক্ত নেতাদের

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

পারুল প্রকাশনী

৯ 9774414298

53 Shishu Uddyan Biplani Bitan A.K. Road Agartala 799001

সত্যকথা! ‘পারুল’ নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

সোজা স্পোর্টস কি পেলাম

আজ কয়েক ঘণ্টার জন্য শহরে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বলতে দ্বিধা নেই, একটা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে দেশ এবং রাজ্য। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এরাভ্যোর মানুষকে যে সমস্ত স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল গত ৪৫-৪৬ মাসে তার কতটা পূরণ হয়েছে এনিয়ে যেমন প্রশ্ন তেমনি দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, ব্যাঙ্কে সুদের হার কম, জ্বালানির মূল্যাবৃদ্ধি এবং এখন করোনা আতঙ্কে ফের লকডাউনের আশঙ্কা। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, এত কিছুর পরও এত সময় পাওয়ার পরও কেন দেশ আবার করোনা আতঙ্কে কাঁপছে? আর এটা তো ঘটনা যে, লকডাউন বা আংশিক লকডাউন হলে খেতে খাওয়া মানুষের না খেয়ে থাকার উপক্রম। সরকারি কর্মচারীদের সমস্যা নেই, ধনীদের সমস্যা নেই। সমস্যা নেই নেতা-নেত্রীদের। যারা দিনমজুর, যারা হকার, যারা ফুটপাথে ব্যবসা করেন, যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক তাদের তো বেঁচে থাকা কঠিন। পাশাপাশি এরাভ্যোর মানুষকে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে সমস্ত স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল তার কি হলো তা নিশ্চয় মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুনতে চাইবেন। সব কা সাথ সবকা বিকাশে এরাভ্যোর মানুষের আসল প্রাপ্তি কি তাও মানুষ জানতে চাইবে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার পেয়েও এরাভ্যোর মানুষের কতটা লাভ-ক্ষতি হয়েছে তাও নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রী বলবেন। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী এশহরে এসে এরাভ্যোর মানুষের জন্য কি কি বলে যান বা নতুন কি প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দেন তারও অপেক্ষায় থাকবেন মানুষ।

ডেটায় পরিণত হয়?

● **ছয়ের পাতার পর** হয়। এ ছাড়া দ্রুতগতির কোনো টার্গেটের জন্য কো—অর্ডিনেট সিস্টেম বসানো, আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ড মেলানো, কোনো আউটলায়ার (আগে-পরের ছবিগুলোর তুলনায় অনেক ভিন্ন) ছবি থাকলে সেটা বাদ দেওয়া, সিসিডির এক্সপোজার লেভেলের তথ্য আপডেট করা, একই টার্গেটের অনেকগুলো ছবি তোলা হলে তা অ্যালাইন করা, স্পেকট্রোস্কপির ক্ষেত্রে বর্ণালির আকার বা ফ্রিঞ্জ প্যারামিটার ঠিক করা ও নয়েজ হিসাব করা ইত্যাদি। সব ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, তা নিশ্চিত করতে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ নিয়মিত জানা কিছু টার্গেটের ছবি তুলবে ও স্পেকট্রোস্কপি করবে। সেই ফলাফল আমাদের জন্য ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে ঠিকঠাক উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে কি না। এই ধাপগুলো ঠিকঠাক সম্পাদন করা হলে স্পেকট্রোস্কপির জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত চলে আসে। সরাসরি ছবি থেকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উজ্জ্বলতা মেপে নেওয়া যায়। তবে তখনো ক্যামেরার ছবি থেকে বিন্দু বা বৃত্তাকার তারার উজ্জ্বলতা পাওয়ার ধাপ বাকি। এরপরের কাজ হলো ছবিতে থাকা বিভিন্ন জিনিসের উজ্জ্বলতা মাপা। আকাশের বেশির ভাগ জিনিসই মোটামুটি গোলাকার। তাই এগুলোকে বৃত্তাকার ধরে উজ্জ্বলতা মাপার কাজ করা হয়। একে বলে ফটোমেট্রি। ফটোমেট্রি করার দুটি উপায় আছে। সহজ উপায়টির নাম অ্যাপারচার ফটোমেট্রি। ছবিতে কোনো উজ্জ্বল টার্গেটের বাইরে একটি গোল রিং এবং আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝাতে আরও দুটি রিং (একসঙ্গে বলা হয় অ্যানালাস) বসাতে হয়। এরপর প্রোগ্রাম মূলত গণনা করে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের পরিমাণ বাদ দিলে ভেতরের রিংয়ের পিক্সেলে কত ইউনিট আলো আছে। এরপর সেটাকে জানা কোনো তারার মারের সঙ্গে তুলনা করে অথবা সরাসরি ফ্লান্স হিসাব করে উজ্জ্বলতা মাপা হয়। তবে পুরো কাজটি চাইলে প্রোগ্রামিং করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে করা যায়। অ্যাপারচার ফটোমেট্রি বেশির ভাগ সময়ই বেশ ভালো কাজ করে। তবে যদি কাল্পিত বস্তুর আশপাশে আরও অনেক উজ্জ্বল বস্তু থাকে, যেমন স্টার ক্লাস্টার কিংবা যুগল তারা এগুলো বৃত্তাকার হয় না। সে ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ভালো কাজ করে না। তখন গাণিতিক মডেলিংয়ের সাহায্যে হিসাব করতে হয়। এর নাম পিএসএফ বা পয়েন্ট স্প্রেড ফটোমেট্রি। তবে পিএসএফ ফটোমেট্রি করতে উচ্চ কম্পিউটিং ক্ষমতার দরকার হয়। ফটোমেট্রি করার পরে অবশেষে বিজ্ঞানীদের কাছে ব্যবহারযোগ্য উপাত্ত চলে আসে।

লেখক: শিক্ষার্থী, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কোরিয়া অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (KAIST), দক্ষিণ কোরিয়া; গবেষক, ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোনমি, নিকোলাস কোপার্নিকাস ইউনিভার্সিটি, পোল্যান্ড।

“জবাব না দিলে, মামলা হবে”

● **ছয়ের পাতার পর** “তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন, নোটিশের জবাব না দিলে অনেক জায়গা থেকে মামলা হবে। বাঙালিরাই ভারতে দেশপ্রেম শিখিয়েছে, “আপনারা কী করেছেন, আপনারা কী বুাববেন।” বাঙালিদের ‘অনুপ্রবেশকারী’ বলা উচিত নয়, তার মতামত।

সর্বত্র তির জুয়ার রমরমা

● **ছয়ের পাতার পর** আটক করে পুলিশ। মাখন দেবনাথ নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। কুমারঘাট মহকুমা জুড়ে তির জুয়ার রমরমা ব্যবসা চলছে। মাঝে মধ্যে পুলিশ হানা দিলেও সেক্ষেত্রে আরেক অভিসন্ধি বুদ্ধিরে আছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। কারণ, পুলিশ সব জায়গায় হানা দেয় না। নিদ্মকরো বলেন, যে জায়গায় হানা দিলে তাদের ক্ষতি হতে পারে সেখানে পুলিশ কর্তারা যেতে চান না।

ফাইনালে ফরোয়ার্ড

● **সাতের পাতার পর** ফরোয়ার্ড ক্লাব। বরং অনেকটা ছদ্ময় দেখালো জুয়েলস-কে। ১১ মিনিটে একটি সেটপিস আক্রমণ থেকে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বক্সে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। যদিও গোল হয়নি। এরপর ম্যাচের রাশ অনেকটাই নিজেদের হাতে তুলে নেয় তারা। এক ঝাঁক অনামি ফুটবলার নিজেদের উজাড় করে দিলো। ২-১টি ক্ষেত্রে গোল করার সুযোগও তৈরি করে। অধিকাংশ সময় ফরোয়ার্ড ক্লাবের ফুটবলাররা মাঝমাঠে পেরিয়ে আসতে চায়নি। ফলে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের সামনে অনেকটা ফাঁকা জমি তৈরি হয়ে যায়। যদিও তাদের অনামি ফুটবলাররা এই সুযোগটা বিশেষ কাজে লাগাতে পারেনি। চুকতার জমাতিয়া, সালকাহাম জমাতিয়া, বীরবিজয় জমাতিয়া-রা চেষ্টা করলেও সেভাবে জুয়েলস-র বক্সে পৌঁছাতে পারেনি। তবে ৪৫ মিনিটে একটি সুযোগ পেয়েছিল তারা। সপ্তয় জমাতিয়া-র দূরস্ শট কর্ণারের বিনিময়ে রুখে দেয় ফরোয়ার্ড ক্লাবের গোলকিপার অমিত জমাতিয়া। একটি দারুণ শট ততোধিক দক্ষতায় রুখে দিয়ে নিজের জাত চেনালো স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তনি ডিগেট। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলে জয় পেয়ে ফাইনালে উঠলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। রেফারি তাপস দেবনাথ ফরোয়ার্ড ক্লাবের ভিদাল চিসানো-কে হরদ কার্ড দেখিয়েছেন।

পরিবারকে মাঠে নামালো এক সহ-অধিকর্তা

● **সাতের পাতার পর** কন্যার কামা শুনে ওই মহিলা পিআই মানবিকতার কারণে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে খবর। তবে তাদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিক্রতি আদায় করেছেন যে, ভবিষ্যৎ-এ ফের যদি ওই সহ-অধিকর্তা তার বিরুদ্ধে কিছু করার ব্যাপারে অগ্রসর হয় তবে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অবাক করার মতো বিষয় হলো, তার কন্যা এবং স্ত্রী যেভাবে ওই জুনিয়র মহিলা পিআই-র কাছে গিয়ে মুলেচকা দিয়েছেন সেই ধরনের কাজ নাকি অতীতেও অনেকবার ওই সহ-অধিকর্তা করেছেন। একটি বিশেষ গোষ্ঠী একটা সময় তাকে প্রশ্রয় দিতো। বর্তমানে এনসসআরসিস নিয়ন্ত্রণ করছে যে গোষ্ঠী তাদের গোষ্ঠীতেই ছিল এই কুখ্যাত সহ-অধিকর্তা। কিন্তু তার কাজে বিরক্ত হয়ে ওই গোষ্ঠী থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়। যদিও টেকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙে। অর্থাৎ যেখানেই যাক ওই সহ-অধিকর্তা কামিনী এবং কাঞ্চনের মোে থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। বিপদে পড়েন এবং ঝাঁচার জন্য পরিবারকে মাঠে নামিয়ে দেন। এক অসাধারণ গুণবান ব্যক্তিহু!

ধৃত বাংলাদেশি বৈরী

● **তিনের পাতার পর** ফোন কলের অধিকাংশই এসেছে সীমান্ত পারের নম্বর থেকে। এই চাঁদা না দিলে ভয়ানক পরিণতির হুমকিও দেওয়া হয়। কিন্তু সংস্থার কর্মকর্তারা বৈরীদের চাঁদা না দিয়ে রবিবার গভাছড়া থানার দ্বারস্থ হয়। গভাছড়া থানার ওসি কিশোর উচুই ঠিকদের স্বহস্তের অভিযোগ মূলে একটি মামলা গ্রহণ করে যার নম্বর ০১/২০২২। শুরু হয় তদন্ত, এরই মাঝে রবিবার রাতেই পুলিশ জানতে পারে ওই সংস্থা বৈরীদের ধার্য করা চাঁদার একাংশ মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার অপরাহ্নে আমবাসার কোন গোপন আন্তানায় হবে লেনদেন। গভাছড়া থানা এই বিষয়ে ধলাই জেলা পুলিশকে অবহিত করলে, জেলা পুলিশের নির্দেশে আমবাসা মহকুমা পুলিশ সোমবার সকাল থেকেই জাল পাতে এবং মোবাইল ফোনের অবস্থান ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে বৈরীদের গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করে। বিকাল ঠিক সাড়ে চারটা নাগাদ সাদা পোশাকে থাকা এসডিপিও আশিস দাশগুপ্ত দৌড়ে গিয়ে চাঁদা নিতে আসা বাংলাদেশি বৈরীকে বগলদাবা করে আমবাসা থানায় নিয়ে যায়। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ , তাকে কে বা কারা পথ চিনিয়ে আমবাসা অবধি নিয়ে এসেছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে সে রামকৃষ্ণ ত্রিপুরার নাম বলে, যে তার গাড়ি চালক হয়ে আমবাসায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু ততক্ষণে মিঠুনের ধরা পড়া দেখে সে গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু পুলিশ সবকটা রাস্তা নাকাবন্দি করে প্রায় ৪২ কিমি দূরবর্তী দাঙ্গাবাড়ি থেকে তাকে আটক করে আমবাসা থানায় নিয়ে আসে। রাতেই গভাছড়া থানার ওসি কিশোর উচুই এসে করা নিরাপত্তায় ধৃতদের গভাছড়া থানায় নিয়ে গেছে। তাদের আপাতত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৭, ৫০৬ এবং ৩৪ নং ধারায় করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাদের আদালতে সোপর্দ করে অন্তত দশদিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার দাবি জানাবে পুলিশ। জানা গেছে বৈরী সদস্য মিঠুন ত্রিপুরা একজন তালিকাভুক্ত বৈরী। রইস্যাবাড়ি থানায়ও তার নামের অভিযোগ রয়েছে। এমন প্রশ্ন হল একজন বিদেশি বৈরী কিভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে ধলাই জেলা সদর অবধি পৌঁছে গেল তাও আবার প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের প্রাক্ লগ্নয়ে যখন বিএসএফ থেকে গুরু করে নিরাপত্তা প্রত্যেকটি স্তরকে রাখা হয়েছে হাই এলার্টে। সূতরাং বিষয়টি যে যথেষ্ট উদ্বেগের তা বলায় অপেক্ষা রাখে না।

আটক দুই!

● **ছয়ের পাতার পর** দেব মহিলার বাড়ির সামনে এসে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। রাতেই নাকি তাদেরকে শেষ করে ফেলবে বলে চিৎকার করে। পরে যীরেন্দ্র দাসের মেয়ে আগরতলা থেকে ফোন করে বিশালগড় থানার পুলিশের কাছে তার মা-বাবার প্রাণরক্ষার আর্জি জানান। পুলিশ সাধেসাথেই ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এদিকে পুলিশ পঞ্চায়েত নেত্রীর স্বামীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসার পথে বারবারই মন্ডলের দাদাদের কথা বলে পুলিশকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিচ্ছিল।

চল সংঘ

● **সাতের পাতার পর** হলো, সমস্ত মহকুমাতে মহিলা ক্রিকেটের একটি পরিবেশ তৈরি করা। সেই কাজটা করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট নিয়েই ব্যস্ত টিসিএ। এদিন এমবিবি স্টেডিয়ামে ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে চাম্পামুড়া। নিকিতা দেবনাথ-র ৩৬ রানের সৌজন্যে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৭ রান করে চাম্পামুড়া। জবাবে ১৭.৪ ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় এগিয়ে চল সংঘ। মৌচৈতি দেবনাথ ৪৮ এবং অম্বিকা দেবনাথ ২৯ রান করে। ম্যাচের সেবা ক্রিকেটার হয়েছ মৌচৈতি দেবনাথ।

নন বিজয়

● **সাতের পাতার পর** আরও ভালো ফুটবল খেলবে আমার দল। অন্যদিকে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের কেচ বিজয় জমাতিয়া জানিয়েছেন যে, দলের সমস্ত ফুটবলার এবারই প্রথম এই ধরনের বড় আসরে খেলেছে। এর আগে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডিভিশনে খেললেও রাখাল শিষ্ট বা প্রথম ডিভিশনে ফোর সুযোগে পায়নি। সৈদিক দিয়ে বিচার করলে লড়াইটা ছিল অসম। তার পরও আমার ফুটবলাররা ভালো লড়াই করেছে। আশা করছি, আরও কয়েকদিন অনুশীলন করানোর পর লিগে এই দলটা আবার ভালো খেলবে।

সেন্টার

● **সাতের পাতার পর** বিশেষ্বর নন্দী সহ অন্যান্যরা। সবকিছু ঠিকভাবে এগোলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উদয় পুরের এই জিম্যাসিয়াম চালু হয়ে যাবে বলে আশাবাদী উদয় পুরের ক্রীড়াপ্রেমীরা। রাজ্যের ক্রীড়া মহল ছািছে, খোয়াইই -র জিম্যাসিয়ামটিও অবিলম্বে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হোক। কারণ সেখানেও অনেক দামি সরঞ্জাম প্রকৃতিতে অব্যবহারের ফলে জীর্ণ হয়ে পড়ছে।

তৃণমূল

● **চারের পাতার পর** আগস্ট মাসে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরই ত্রিপুরার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুস্মিতাকে। তাকে রাজ্যসভার সাংসদও করেছেন মমতা। এ বার আরও একটি গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল সুস্মিতাকে।

পঠনপাঠন

● **পাচের পাতার পর** করেন। শুধুমাত্র কপালে গেরন্ম্যা তিলক লালগানের ফলে পঙ্কজাদের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বালি মন্দির্যারা। অভিযোগ, এই নদী থেকে জায়গায় জায়গায় মেশিন বসিয়ে বালি তোলা হচ্ছে কিন্তু বন দফতর কোন ধরনের ব্যবস্থাই গ্রহণ করছেন।

জওয়ানরা

● **পাচের পাতার পর** আছে। যেহেতু, তারা সুশৃঙ্খল বাহিনী। তাই বসন্তা সত্ত্বেও কোনো কিছু প্রকাশ্যে বলতে পারছেন না। তবে বিষয়টি তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেই তা বলা যাবে না। তাই দাবি উঠছে উর্ধ্বতন কর্তৃ পক্ষ যেন জওয়ানদের থাকার ব্যবস্থটুকু ভালো জায়গায় করে দিক।

নাবালিকা ধর্মণের অভিযুক্ত গ্রেফতার

● **তিনের পাতার পর** দিন গা ঢাকা পিয়ে থাকে সে। কিন্তু এদিন আর বেশ রকম হয়নি। ভূইসিঙ্গ্রাই এলাকার মানুষ অভিযুক্তকে হাচেনোতে ধরে পুলিশকে খবর দেয়। সূত্র অনুযায়ী মঙ্গলবার তাকে মোটাই আদালতে হেশ করা হবে। এদিকে, দাবি উঠেছে অভিযুক্তের যেন কঠোর শাস্তি হয়।

সভামঞ্চ

● **প্রথম পাতার পর** না হয় যেতেই পারেন, সরকারি ব্যবস্থাপনায় দলের নেতারা, যারা জনপ্রতিনিধিও নন তাদেরও মঞ্চ, ব্যবস্থাপনা শেষ মুহুর্তে পর্যবেক্ষণ করা যেমন অনধিকার চর্চা, সরকারি কাজকে দলীয়করণ করা তেমনি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রতি ধৃষ্টতাও দেখানো। রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত হলে এমন আচরণ হয়তো থাকতো না, সাধারণভাবে শিক্ষিত হলেও এমনভাবে মঞ্চে উঠার আগে মেরুদণ্ড এবং বুদ্ধিতে আটকাত। দেখতে যাওয়া নেতাদের মধ্যে ভিকি প্রসাদের মতো নেতাও আছেন, যিনি সংবাদপত্র অফিস আক্রমণের অভিযোগে গ্রেফতারির সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে আগাম জামিন নিতে গিয়েছিলেন আদালতে। তেমন মানুষও যদি প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য তৈরি মঞ্চ কী হয়েছে না হয়েছে তা খতিয়ে দেখেন, তবে সেটি নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে পারে।

কোভিড নিয়ে ‘ওভার কনফিডেন্ট’

● **প্রথম পাতার পর** যাত্রীরা প্রতিদিন রাজ্যে ঢুকছেন, তাদের সকলের কেন নমুনা সংগ্রহ হচ্ছে না, বোঝা মুশকিল। গত দুই কিস্তিতেই দেখা গেছে, বঙ্গ থেকে আগত সকল যাত্রীকেই করোনা পরীক্ষা করানো হতো। গত কয়েকদিন আগেও তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষনেতা অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের রাজ্য সফরের আগে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে করোনা বিষয়ক নানা বিধি জারি হয়েছিলো। হঠাৎ সেসব উধাও। এখন সমস্ত যাত্রীরাই নামকাওয়াস্তে করোনা টিকার সার্টিফিকেট দেখিয়ে পার পয়ে যাচ্ছেন। তথা বলছে, ধর্মবিশ্বাসকে এবং দেশের অন্য সমস্ত রাজ্যেই এমন হাজারো নাগরিক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন যারা সকলেই দুটো টিকা নিয়ে সেরেছেন। অনেকে একটি টিকা নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে কী কারণে এখন পর্যন্ত বঙ্গ থেকে আগত যাত্রীদের জন্যও কোনও নিয়ম-বিধি জারি হলো না, তা বোঝা মুশকিল। দফতরের কর্মীরা ওভার কনফিডেন্ট? জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিন্হাকে সবটাই বুকিয়ে বলা হয়েছে। তিনি বুঝতে পারাজ! এখন দেখার, আগামী চার তারিখ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফর শেষ হয়ে গেলে প্রশাসন উড়িঘড়ি এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিনা? পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে প্রতিদিন করোনা এবং একইভাবে গুর্মিক্রনের আতঙ্ক বাড়ছে, তাতে নিঃসন্দেহে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের এখনই নানা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। দেখার, বিষয়টি নিয়ে আনৌ প্রশাসনিকদের কোনও রদবদল ঘটে কিনা।

কমরেডদের বর্ণামুখে সিপিএম নেতৃত্ব

● **প্রথম পাতার পর** কেত্রে থাকা কল্যাণী চৌধুরী এবং গীতেশ রায়কে। যা নিয়ে এদিন মেলারমাঠে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। ক্ষোভ দেখা নিয়ে দুটি মহকুমায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কমরেডদের মধ্যেও। গত ৪ বছর ধরে শুধুমাত্র বামপন্থী সমর্থক হবার কারণে বিজেপির নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। কমরেডদের বক্তব্য, কল্যাণী চৌধুরী এবং গীতেশ রায়কে মহকুমা কমিটিতে এনে কার্যত বিজেপিরই সুবিধা করে দিয়েছে সিপিএম। কারণ, বাম আমলেই এই দুই নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। কল্যাণী চৌধুরী অরুন্ধতিনগের লোকাল কমিটির দায়িত্বে থাকার সময়ে তার বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে চাকরি কেনোব্যোর অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ, বাধারঘাট শ্রীপল্লীতে যেখানে তিনি বাড়ি তৈরি করছেন, সেই জমিটিও সরকারি খাস জমি ছিল। দলের ক্ষমতা দেখিয়ে জমিটিকে তিনি জোতে পরিণত করেন। এলাকায় জমি কেনোব্যোয় সরাসরি হাত বাড়িয়েছেন তিনি। রেলওয়াতে শ্রমিক সরবরাহে তার বিরুদ্ধে কান্টামনি খাওয়ার অভিযোগও সর্বজনবিদিত। এছাড়া সরকারি কোনও প্রকল্প থেকে কান্টামনি খাওয়াও ছিল তার কাজে জলভাতের মতো। কিন্তু ক্ষমতার শিথড়ে থাকা সিপিএম নেতৃত্ব সে সময়ে তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই শুনতে চায়নি। যার ফল ১৮-র ভোটেই হাচেনোতে পেয়েছে দল। একইভাবে গীতেশ রায়’র কাছে এখন হাপানিয়া লোকাল কমিটির দায়িত্ব ছিল তখন তার বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু দলীয় নেতৃত্ব কোনওভাবেই সেই অভিযোগে কান দিতে চায়নি। গীতেশবাবু যখন হাপানিয়া একমেবদ্বিতীয়তম তখনই হাপানিয়ায় একান্ত্রাজ্জিক মেলাপ্রাঙ্গণের কাজ শুরু হয়। এদিকে, গীতেশবাবু সেই কাজের মূল কারিগর ছিলেন। এই মেলাপ্রাঙ্গণের উন্টোদিকে ফ্লাওয়ার মিলের জমি, পার্শ্ববর্তী সংরঙ্গ সলংগ জমি, বৈষ্ণবটল্লার বিশাল জমি কেনোব্যোর সঙ্গে তার জড়িত থাকার অভিযোগ দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। দলে টানার অভিযোগ জানিয়েও যখন কোনও লাভ হয়নি তখন সামগ্রিক সমর্থন সিপিএমের দিকেই আসতে থাকে। এবার ফের সেই গীতেশবাবুকেই মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীতে পলোমতি দেওয়া হলো। কমরেডরা বলছেন, এতদিনেও যখন শিক্ষা হয়নি, তাহলে বোধ হয় আর শিক্ষা হবে না। নইলে গত ৪ বছরে বিজেপি শাসনে মানুষ যখন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন, কংগ্রেস যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন, হম্বিতম্বি করলেও তৃণমূলের আদৌ কোনও ভিত্তি নেই, এই পরিস্থিতিতে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মানুষের সামগ্রিক সমর্থন সিপিএমের দিকেই আসতে থাকবে। কিন্তু দলের নেতারাও অভিযুক্তদেরকে ফের ক্ষমতায় বসাচ্ছেন, এতে করে মানুষের পুরোনো ক্ষোভ ফের খুঁটিয়ে দিচ্ছেন সিপিএম নেতারা। একই সঙ্গে বিজেপিকে অনেকটা সুবিধা করে দিচ্ছেন লালধাণ্ডার তলে দাঁড়িয়ে। একই অবস্থা রাজ্যের বিভিন্ন লোকাল এবং মহকুমা কমিটিগুলোতে হয়েছে বলে অভিযোগ।

অগ্নি নির্বাপক দফতরও

● **প্রথম পাতার পর** পুর নিগম থেকে যে ‘বিস্টিং ফিটনেস সার্টিফিকেট’ জমা করা হয়েছে সেটিও অবৈধ। দ্বিতীয়ত, উক্ত প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কর্ণধার ডা. বাগ্গাদিতা সোম ‘প্রপোজড প্ল্যান ফর সিটি হসপিটাল’ বলে যে কাগজটি স্বাস্থ্য দফতরে জমা করেছেন, সেটিও চূড়ান্ত ভীতভাবজির প্রমাণ বহন করে। রাজ্যের শাসক দল তথা বিজেপির কৃষনগরস্থিত সদর দফতর থেকে ৫০০ মিটার দূরে কিভাবে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, তা বোঝা মুশকিল। সবচেয়ে নিন্দনীয় অভিযোগ, নার্সিং হোমটির মোট দু’জন মালিক এবং দু’জন পরিচালনা, মালিক দু’জন বিজেপির বর্তমান যে উস্তরস্ সেল রয়েছে তার অন্যতম প্রধান দুই নেতা। একজন বিজেপি উস্তরস্ সেল-এর কো-কোভেনরর ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য। অন্যজন একই উস্তরস্ সেল-এর পশ্চিম জেলার কনভেনরর তথা ত্রিপুরা মেডিক্যাল কালিগিরের সদস্য ডা. বাগ্গাদিতা সোম। অন্য দু’জন সরকারি চিকিৎসক নিজেদের স্ত্রী’র নামে উক্ত নার্সিং হোমটিতে বিনিয়োগ করেছে। দু’জন পার্টনারের মধ্যে একজন ডা. সুজিত চাকমা এবং আরেকজন ডা. মাহাবুর রহমান বলে জানা গেছে। গত সোমবার প্রকাশিত খবরটিতে বলা ছিলো, এই চারজন মিলে স্বাস্থ্য দফতরকে কাজ সমস্ত ধরনের ভুল প্রমাণাদি দিয়ে একটি নার্সিং হোম খুলে নিয়েছে শহরে। সবচেয়ে জঘন্য ঘটনা হলো, গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখ পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কাগজে স্বাক্ষর করে বেআইনিভাবে গড়ে উঠা সিটি ‘হসপিটাল’কে প্রতিশনাল রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পদাধিকারী বলে জেলার রেজিস্টারিং অথরিটির চেয়ারপার্সন এবং একইভাবে জেলার রেজিস্টারিং অথরিটির সদস্য হলেন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক। যিনি জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক তিনি পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসারও। এনিরা দু’জন স্বাক্ষর করে গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি শংসাপত্রে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কৃষ্ণনগর অ্যাডভাইজার চৌমহনিস্থিত ‘সিটি হসপিটাল’এর কর্ণধার ডা. বাগ্গাদিতা সোম এবং ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন ২০১৮ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটিকে ৬ মাসের জন্য প্রতিশনাল রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বর্তমান আধিকারিকদের ফুঁসলিয়ে এখা শাসক দলের প্রভাব খাটিয়ে ডা. বাগ্গাদিতা সোম এবং ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্যরা মিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনিভাবে গড়ে তুলেছেন বলে অভিযোগ।

সাংসদ অভিষেক ‘এসডিপিও’

● **প্রথম পাতার পর** আরেক জায়গায় অভিষেক বন্দোপাধ্যাকে ‘এসডিপিও’ বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, লেখা হয়েছে, “তেলিয়ামুড়ার মহকুমা পুলিশ অফিসারের অফিস থেকে জারি করা একটি চিঠিতে বলা হয়েছে যে বারামুড়া ইকো পার্কে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের সফর এসডিপিও হিসাবে বাতিল হয়ে গেছে, তেলিয়ামুরা ইতিমধ্যে একই স্থানে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অন্য ট্রাস্টকে অনুমতি দিয়েছে, যেখানে প্রতিমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন।” ত্রিপুরার গৌরব উদ্ভাবক, হিন্দি আগ্রাসনের বিরোধিতা করা দলের যে এমন বাংলা চটকাবাজ একজোড়া আছে দলটির সাধারণ সম্পাদক না এলো কী জানা যেত। ত্রিপুরার মানুষ ভাল সাহিত্যের জন্য কলকাতার দিকে মুখ করে থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের বই-পত্র এখানেও রমরম করে চলার কারণ এটাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর রাজ্যে এসে সমাদর পেয়েছেন, সাহায্য পেয়েছেন, উপাধি পেয়েছেন, যদিও শাস্তিনিকটতনে ত্রিপুরার নাগা বাঘা যায় না। লন্ডনের মিউজিয়ামে এই তৃণমূলের নায়ীর কবিত্বের নির্দশন পাওয়া গেলেও, পশ্চিমবঙ্গের মিউজিয়ামে নেই। ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা নিয়ে তৃণমূলের এই কেরদানি এই পর্যায়ের প্রথম থেকেই প্রায় চলেছে। টিএনবির নিজেদের পিআরারের আঙুল আর কেশদার পরাম উদাহরণ অসংখ্য, উল্লেখ্যেট জবাবে পড়ো ‘উনাকোটি’, ‘ভূগুণাম’ হয়েছে ‘ত্রিপুরাম’। তেমনি তথ্যগত ভুল, উপর-চালাকিও যথেষ্ট। দল-বদলদুদের তালিকায় ছেড়ে আসা দলের আগে যে দলে ছিলেন তার নাম শুধু একজনের সাথে, অন্যদের সাথে শুধু ছেড়ে আসা দলের নাম। একই বিষয়ের ছবি বললে বাকদিনের ফাঁক রেখে আবার প্রেস বিবৃতি, মনে হয় যেন নতুন ঘটনা। ‘রাজ্যের মন্ত্রী’ বলে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীর নাম লিখে বিবৃতি আছে। পশ্চিমবঙ্গ দল বদলের খবরে, বিধায়ক অমুক তৃণমূলে যোগ দিলেন বলে এক লাইন। এই বিধায়ক কোন্ জায়গার, কোন্ দলের, কিছু নেই, জিজ্ঞেস করলেও জবাব নেই। কর্পোরেট বসের সূরে একতরফা তথ্য দেওয়া, ব্যাখ্যা চাইলেও পাওয়া যায় না। কাল এগারোটায় ফোন করছি বলে আর পাঞ্জা নেই। ই-মেল-এ তথ্যের জন্য চিঠি দেওয়ার অনুরোধ ছিল, তবে সেই ই-মেল আইতিতে মেল করে তথ্য পাওয়া যায়নি। আশ্রান্ত টিএমসি প্রার্থীরা পদবি, কোন্ ওয়ার্ড’র প্রার্থী, এসব তথ্য ছাড়া বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। অজুতভাবে কোনও ভূমিকা ছাড়াই নির্দেশের সূরে ফুটেজ, তথ্য চেয়ে বনা ইত্যাদিও আছে। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকার জোরে সেখানকার একাংশ সংবাদমাধ্যমকে এই রকম নির্দেশ দিয়ে অভাস হয়েছে, সেটাই এখানেও চালানো হচ্ছে, শাসক দলের চরিত্র যে একই, সত্যও প্রমাণ হচ্ছে। পুর ভোটারে পর কলকাতা থেকে বাঘা বাঘা নেতা-মন্ত্রীদের প্যারাসুটিং বন্ধ এক মাস ধরে, অভিষেক বন্দোপাধ্যায় দিয়ে আবার সেটা শুরু হচ্ছে কিনা, মামো নিয়মিত তারা আবার আসা শুরু করছেন কিনা, তার কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই প্রেস বিবৃতিতে। তবে ভাষা বিকৃতি আর তথ্য বিকৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দাবি করা হয়েছে তৃণমূল ত্রিপুরায় এখন প্রধান বিরোধী দল, ২৩ শতাংশ ভোট নাকি তারা পেয়েছেন। আরগেলার পুর ভোটারের হিসাব ভেমন হলেও, সারা রাজ্যেই একই অবস্থা নয়। আবার রাজনৈতিক সফরে আসা এক রাজনৈতিক নেতার মিটিংও অরাজনৈতিক বলে যেমন চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি কোনও উপজাতীয় সম্প্রদায়কে এক দাগে অরাজনৈতিক বলা হয়েছে। গোটা সম্প্রদায়কে অরাজনৈতিক বলা যেমন কারও গণতান্ত্রিক চেতনাকে অস্বীকার করে, তেমনি তেমন কাউকে বলা হলে, তার কাছে ভোট চাওয়ার আর অধিকার থাকে কিনা, সেটাও প্রশ্ন থাকা। বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে আসলে সার “দলীয় কর্মসূচির সাথে বার্তা বিনিময়ের ফাঁকেই একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সম্পন্ন করলেন।” এইখানে এসে নেতার নাম উহা রাখলে বোঝাই যাবে না বিজেপি নাকি টিএমসি বলছে, একই কল্কট্ট্রি বালো, এবং ফাইনস্টারে থেকে সাধারণের বাড়িতে সাজানো মধ্যাহ্নভোজ। দুপুরের আহার বা খাবার নয়, বদলে ‘ভোজ’। রাজনীতি যেমন তৃণমূলের কাজে লড়াই,সংক্রাম নয় বরঞ্চ ‘খেলা’, সেটাও অন্য প্রেক্ষপাট থেকে টুকলি করে আনা, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের দল তৃণমূল কংগ্রেস বাংলা ভাষারই ঘাড় মটকে দিচ্ছে সচেতনভাবে, যত্ন করে বাংলা লেখার বদলে যান্ত্রিক ট্রান্সলেশন (যোমন গুগল) থেকে টুকলি করে।

গ্রেফতার রাজমিস্ত্রি

● **তিনের পাতার পর** খিলেন পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেকটর রঞ্জিত দেবনাথ। তিনি জানান, মেধা তালিকায় যাদের নাম ছিলো না তারা আপোলন করতে আসে বলে খবর আসে। খবর ছিলো সিটি সেন্টারের সামনে রাস্তা অবরোধ করা হবে। এই খবরের ভিত্তিতেই আমরা ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছি। আরও অনেকেই আপোলনে শামিল হওয়ার কথা রয়েছে। এই কারণে সিটি সেন্টারের সামনে পুলিশ এবং টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে এরা সবাই আপোলন করতেই এসেছিলেন। তারা কমলপুর, বিলোমিয়া, আমবাসা সহ দূর এলাকা থেকে এসেছে।

বিভিন্ন প্রশ্ন

● **তিনের পাতার পর** নাগরিকরা বুঝে উঠতে পারছেন না দেবারঞ্ রিয়াং-এর মৃত্যু হয়েছে কি কারণে? মৃত্যুর ষ্ণশুর জানান, সন্তান জন্মের পরই কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কেন তার পেট ফুলে আছে। সেই প্রশ্নের উত্তরে চিকিৎসক নাকি বলেছিলেন মহিলার প্রচণ্ড গ্যাস হয়েছে। সেই কারণেই তার পেট ফেঁপে আছে। ওই গ্রামের মানুষ উচ্চশিক্ষিত না হলেও তারা এতটুকু জানেন যে, গ্যাসের কারণে এভাবে পেট ফুলে থাকতে পারে না। জানা গেছে, মৃত্যুর পরিজনরা ঘটনার পর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেটাও করা হয়নি। সব মিলিয়ে দেবারঞ্ রিয়াং-এর মৃত্যুর ঘটনাটি সবার কাছে রহস্য হয়ে আছে।

আস্তাবলের পথ

● **প্রথম পাতার পর** দেব সরকারের পক্ষে সমর্থন নয়। তবে চার তারিখের প্রশস্তার সমাবেশ ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সীমাহীন। সমাবেশে যাতে সব অংশের মানুষ আসতে পারেন, প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনেও পারেন সেই জন্য সব ধরনের আয়োজন সম্পন্ন। সরকারি দফতর, স্কুল-কলেজের উদ্দেশ্যেও সার্কুলার দেওয়া হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে চার জানুয়ারি আগরতলা এক ঐতিহাসিক সমাবেশের সাক্ষী হবে। প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সীমাহীন। সমাবেশে যাতে সব অংশের মানুষ আসতে পারেন, প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনেও পারেন সেই জন্য সব ধরনের আয়োজন সম্পন্ন। সরকারি দফতর, স্কুল-কলেজের উদ্দেশ্যেও সার্কুলার দেওয়া হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে চার জানুয়ারি আগরতলা এক ঐতিহাসিক সমাবেশের সাক্ষী হবে। প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সীমাহীন। সমাবেশে যাতে সব অংশের মানুষ আসতে পারেন, প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনেও পারেন সেই জন্য সব ধরনের আয়োজন সম্পন্ন। সরকারি দফতর, স্কুল-কলেজের উদ্দেশ্যেও সার্কুলার দেওয়া হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে চার জানুয়ারি আগরতলা এক ঐতিহাসিক সমাবেশের সাক্ষী হবে। প্রধানমন্ত্রীর

ফের সম্পাদক নারায়ণ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। ভানু ঘোষ স্মৃতিভবনে সিপিএম ডুকলি মহকুমা কমিটির চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মানিক দে সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। সাংগঠনিক নানা বিষয়গুলো নিয়ে এদিনের সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে। সম্মেলন থেকে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নারায়ণ দেব ফের ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সিপিএমের সাংগঠনিক পর্যায়ে এমন সম্মেলন চলছে। বিভাগীয় স্তরের এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যেই নতুন করে বার্তা দিতে চাইছে সিপিএম। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য সম্মেলন। তার আগে জেলা স্তরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

“বিজেপিকে হারানো যাবে কি যাবে না, তা পরের ব্যাপার”

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরাতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের সোমবারের কথা কার্যত তাই বলছে। “বিজেপিকে হারানো যাবে কি, যাবে না তা পরের ব্যাপার”, বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস’র সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তবে “তৃণমূল শেষ পর্যন্ত লড়়ে যাবে। জান দিয়ে লড়়বে। তিন মাসে তৃণমূল ত্রিপুরার পুরভোটে দ্বিতীয় জায়গা নিয়েছে। সারা ভারতে একমুদ উদাহরণ নেই, “তার দাবি। কিন্তু বিপ্লব দেব সরকারের সময় শেষ, এই সরকারের কুশাসন থেকে ২০২৩ সালে রাজ্যকে তৃণমূল উদ্ধার করবেই, তৃণমূলের এই ‘আশ্বাস’ আগে বহুবারই শুনেছেন



মানুষ। আগরতলায় অভিষেক বন্দোপাধ্যায় সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন সোমবারে। বিজেপি থেকে বেশ কয়েকজন বিধায়ক তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগে আছেন। জানুয়ারির মধ্যেই তা সামনে আসবে, বড়জোর ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ পর্যন্ত লাগতে পারে। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের এই উত্তর দিয়েছেন তিনি। সাংবাদিক কিংবা তৃণমূল সম্পাদক কেউই নাম করেননি কারও, তবে স্পষ্টতই বিরোধী বিধায়কদের কথাই হয়েছে। “কোনও শর্ত নিয়ে আসলে হবে না। কোনও কিছু’র বিনিময়ে হবে না। মাঠে-ময়দানে থাকতে হবে। তাদের বলে দিয়েছি, আপনারা সময় নিন, সময় নিয়ে সিদ্ধান্তে আসুন। ভোটের এখনও

অনেক দেরি আছে।“ তিনি বলেছেন। সিপিআই(এম)-র কয়েকজন বিধায়কও ‘নিশ্চিতভাবেই’ যোগাযোগ করেছেন। থেটার তিপ্রালাভ কিংবা তিপ্রালাভ’র দাবি তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করে না। তার বক্তব্য। ত্রিপুরায় বিজেপি সম্ভাস কায়ম করেছে, ছোট ছোট বাচ্চারাও আক্রমণের শিকার হচ্ছে, বিরোধীদের অস্বীকার করতে চাইছে তারা। সিপিআই(এম) অমলে এমন ছিল না। ২০১৬ সালেও তিনি এসেছিলেন, তখন দেখেছেন। আবার তিনিই বলেছেন, সিপিআই(এম) এখানে ২৫ বছরে, পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরে খুন-সন্ত্রাস’র ধারা তৈরি করেছিল, সেটাই চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় গত আগস্ট থেকে প্রধান বিরোধী হয়ে দাঁড়ি়ে য়েছে,

সিপিআই(এম) কিংবা কংগ্রেস ছিল, কিন্তু নীরব। তৃণমূলই প্রধান বিরোধী এই রাজ্যে, “তৃণমূল ছাড়া সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেস আক্রান্ত হচ্ছে না, হচ্ছে কেবল তৃণমূল।” অভিষেক ব্যানার্জী বলেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস অন্যদলের বিধায়ক নিজের দলে এনে সরকার ফেলে না, কারণ পাঁচ বছরের জন্য মানুষ তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। কংগ্রেসকে শেষ করে দেয়ার জন্য তৃণমূল কিছু করছে না, আর তাই বিজেপি বিরোধী ভোটে যেন না ভাগ হয়, তাই তারা উত্তরপ্রদেশে কিংবা পাঞ্জাবে ভোটে লড়়ছে না। কংগ্রেসকে শেষ করতে হলে, টিএমসি সেখানে লড়়তে। তৃণমূল সাংসদ বলেছেন, “সময় লাগবে না, কংগ্রেস দলটাই উঠে যাবে। সেটা করছি না। কংগ্রেসকে ভাগ করা তৃণমূলের লক্ষ্য নয়। কংগ্রেস

কবে বিজেপি’র বিরুদ্ধে নামবে, তৃণমূল আর কতদিন সেই অপেক্ষা করবে।” মেঘালয়ে, গোয়ায় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে বিধায়কদের যোগদান থাকলেও, সেটা দল ভাঙিয়ে নয়, “স্বেচ্ছায় সেসব বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, কেউ স্বেচ্ছায় এলে, না করা যায় না।” আর এসএস ঘনিষ্ঠ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকায় মোদি-মমতা বোঝাপড়ার কথা লেখা হয়েছে। মোদি, মমতাকে দিয়ে কংগ্রেস দলকে শেষ করিয়ে দিচ্ছেন, সেটাই ছিল মূল বক্তব্য। কাগজটির সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে বিজেপি’র প্রার্থী ছিলেন। মোদি-মমতা সমন্ধে অভিষেকের বক্তব্য, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এমন করা হচ্ছে। বিজেপি’র সাথে সখ্যতার কোনও প্রশ্ন নেই।

নিগমের দ্বারস্থ

ফেডারেশন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের কাছে একটি স্থায়ী অফিস করার জন্য বিপণি বিতানে ‘সুযোগ’ করে দিতে দাবি জানানো জ্যাকশন গেটস্থিত ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। ফেডারেশনের মহাসচিব সমর রায়, সভাপতি শান্তিরঞ্জন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা গোটা বিষয়টি নিয়ে মেয়রের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। ফেডারেশনের তরফে সমর রায় মেয়রকে অবগত করেন যে, বামেদের টানা ২৫ বছরে এরাঙ্গোর শিক্ষক কর্মচারীদের স্বার্থে ফেডারেশন লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করেছে। তাছাড়া ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ফেডারেশন ভূমিকা পালন করেছে। ফেডারেশনের তরফে মেয়রের কাছে দাবি জানানো হয়, উজ্জয়ন্ত কিকা শিশু উদ্যান বিপণি বিতান কমপ্লেক্সে তাদের ফেডারেশন অফিস করার জন্য যেন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। মেয়রকে ফেডারেশন নেতৃত্ব আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেয়, ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে সরকার পরিবর্তনের ডাক দিয়ে অভিযাত্রা সংগঠিত করেছে ফেডারেশন। শুধু তাই নয়, বামফ্রন্ট সরকারের কর্মচারী বিরোধী কথাগুলো শিক্ষক কর্মচারী মহলে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ফেডারেশন নেতৃত্ব ভূমিকা পালন করেছে। সরকার পরিবর্তনে তার ইতিবাচক প্রভাব পেড়েছে। সামগ্রিক বিষয়গুলো তুলে ধরে ফেডারেশন নেতৃত্ব মেয়রকে বলেছেন, বাম আমলে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য উজ্জয়ন্ত মার্কেটে স্থায়ী ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক ফেডারেশনকে যেন বিপণি বিতানে সুযোগ করে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত গত ৩১ ডিসেম্বর ‘জবদখল’ কারণে ফেডারেশনের বর্তমান অফিসটি তেড়ে দিয়েছে পুর নিগম। যদিও ভবনটি আরও একজনের নামে রয়েছে। ২০১৭ সালে এ ভবনেই ফেডারেশন তাদের অফিস ঘর বানিয়ে সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনা করেছে। এসব বিষয়গুলো তুলে ধরার পাশাপাশি উল্লেখ্য যে শিশু উদ্যান বিপণি বিতানের কমপ্লেক্সে তাদের অফিস গড়ার ব্যবস্থা করে দিতে দাবি জানানো হয়।

যোগব্যায়াম শিবির

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে লক্ষ্মণসিমুড়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় যোগ ব্যায়াম শিবির এবং বৃক্ষসুজন কর্মসূচি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মোহনপুর



আজ রাতের ওষুধের দোকান
সাহা মেডিসিন
৯৪৮৫০৩২০৮৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : অহেতুক মাথা গরম করে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে

পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে লোকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। বাছ ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে।

বৃষ : দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

মিথুন : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের দিকও উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ মনন করা দরকার।

কর্কট : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কুম্ভ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মীন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মিথুন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কর্কট : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কুম্ভ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মীন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মিথুন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কর্কট : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কুম্ভ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মীন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মেষ : অহেতুক মাথা গরম করে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে

বৃষ : দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

মিথুন : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের দিকও উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ মনন করা দরকার।

কর্কট : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কুম্ভ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মীন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মিথুন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কর্কট : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কুম্ভ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মীন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মিথুন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কর্কট : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কুম্ভ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মীন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মিথুন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কর্কট : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

কুম্ভ : শরীর স্বাস্থ্যে ব্যাপারে সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

মীন : দিনটিতে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলায় সম্মুখীন হতে হবে।

৮ দফা দাবিতে ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জানুয়ারি।।

মহাশ্মশানের চুল্লি ক্রত মেরামত করা, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ডে জল নিষ্কাশনের জন্য পাকা ড্রেন নির্মাণ, প্রতিমাস ট্রয়েপের কাজ এবং সর্কিক সময়ে মজুরি প্রদান-সহ ৮ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দিল সিপিআইএম নেতৃত্ব। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সিইও তথা মহকুমাশাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি’র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া অঞ্চল কমিটির সম্পাদক বিজয় মোদলের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল মহকুমাশাসকের সাথে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সুবীর সেন, অরিন্দম লাহিড়ী প্রমুখ। তাদের তরফ থেকে



মহকুমাশাসককে দেওয়া দাবি সনদে উল্লেখ করা হয়েছে নেতাজিনগর থোয়াই ব্রিজ সংলগ্ন আবর্জনা রাস্তা সংকর টেনান এবং পুর পরিষদের ৭ নং ওয়ার্ডের শান্তিগিরি এলাকার ডম্পিং স্টেশন অনাঙ্গ সরিয়ে নিতে হবে। তেলিয়ামুড়া বাজার এলাকার রাস্তাগুলো ঊঁচু করার পাশাপাশি রাস্তার

প্রধানমন্ত্রীকে অতীত

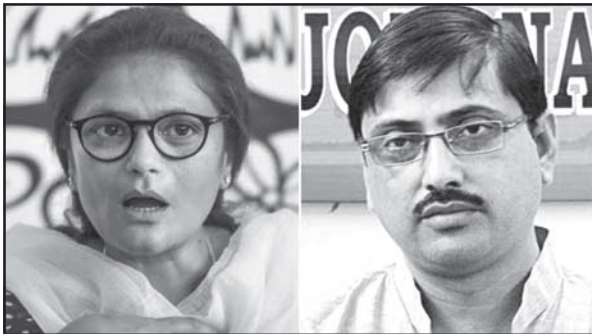
স্মরণ করালেন বীরজিৎ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। ৪ জানুয়ারি রাজ্য সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। এ আয়োজনে আমন্ত্রণ পেয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। তবে তিনি বলেছেন, আজ থেকে ৪ বছর আগে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসেছিলেন। বীরজিৎ সিনহার ভাষায় প্রধানমন্ত্রী গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে এই প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেননি বলে অভিযোগ করেন বীরজিৎ সিনহা। তাই প্রধানমন্ত্রী সফরের প্রাক্কালে অতীতের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে রাখলেন বীরজিৎ সিনহা। কংগ্রেস ভবনে আহত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি কথা বলছিলেন। প্রসঙ্গত, কৈলাসহরে যে সংহতি মেলার আয়োজন চলছে সে মেলার বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চাইলেন তিনি।

প্রতিবেশী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ ও ভারতের গৌরবময় ভূমিকা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধির অসামান্য অবদান স্মরণে মননে রেখে ১০ দিনব্যাপী সংহতি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বীরজিৎ সিনহা জানিয়েছেন, আশ্রয় সামাজিক সংস্কার উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সাংবাদিক সহ বিশিষ্টজনদের সম্মানিত করার পাশাপাশি এই মেলার মাধ্যমে সংহতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘ বছর ধরে তুলে আসা এই মেলার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন বীরজিৎ সিনহা। সাংবাদিক সম্মেলনে সুরত সিং সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবাদী কলাম
খবর নয়, যেন বিক্ষোভ
7085917851

সুস্মিতা ও সৈকতকে গোয়া পাঠাল তৃণমূল



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি।। গোয়ায় বিধানসভা ভোটের আগে সাংগঠনিক স্তরে বড় ঘোষণা তৃণমূলের। কৃষনগরের সাংসদ মম্মদা মৈত্রকে আগেই সৈকত-রাজ্যে প্রধান সেনাপতি করে পাঠিয়েছিল জোড়ায়ফুল শিবির। এ বার ওই রাজ্যে সাংগঠনিক দায়িত্বে পাঠানো হল তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সুস্মিতা দেবকেও। সুস্মিতার সঙ্গে একই দায়িত্ব পেয়েছেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীও। সোমবার রাতে একটি প্রেস-বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো

হয়েছে, সুস্মিতা ও সৌরভকে গোয়ায় সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূলেন্দ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পরই বাংলার বাইরে ত্রিপুরা এবং গোয়ার দিকে নজর দিয়েছে তৃণমূল। দু’টি রাজ্যই বিজেপি শাসিত। ৪০ বিধানসভা আসনের গোয়াতে ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যে ভোট। তা নজরে রেখেই সুস্মিতা ও সৌরভকে পাঠানো হল ওই রাজ্যে। বর্তমানে ত্রিপুরায় তৃণমূলের সাংগঠনিক দায়িত্বে রয়েছেন সুস্মিতা। গত বছর

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

রামঠাকুর আশ্রমে বাৎসরিক উৎসব

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ জানুয়ারি।। সোমবার সন্ধ্যায় গঙ্গা আনয়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উদয়পুরের চন্দ্রপুর রামঠাকুর সৎকীর্তন পরিবেশন করবেন। এদিন ব্যাপী উৎসবে সবাই উপস্থিতি কামনা করেছেন আশ্রম উৎসব। শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে

রাত ৮টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। রাজ্যের এবং বহিরাঙ্গের কীর্তিনীয়া দলগুলি উৎসবে হরিনাম সৎকীর্তন পরিবেশন করবেন। এদিন ব্যাপী উৎসবে সবাই উপস্থিতি কামনা করেছেন আশ্রম উৎসব। শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। জোলাইবাড়ি এলাকায় ১১ পরিবারের ৩৮ জন ভোটার

তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। বিজেপি নেতা অর্জুন ত্রিপুরা, সুরভ ত্রিপুরা, অমিত ত্রিপুরা, সিপিএম নেতা কানু মজুমদার, কমল হোসেন সহ আরও অনেকে এদিন তৃণমূলে যোগ দেন। তাদের বরণ করে নেন তৃণমূল রাজ্য সিস্টারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক।

ধর্মকের শাস্তি চেয়ে ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জানুয়ারি।।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে সুরব হয়েছে এবিভিপি। সোমবার অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে তেলিয়ামুড়া থানায় ডেপুটেশন প্রদান করে এবিভিপি’র তেলিয়ামুড়া নগর শাখা। এদিন সন্ধ্যায় সংগঠনের প্রতিনিধি দল ওসি’র সাথে দেখা করে ডেপুটেশনের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন। তাদের দাবি অভিযুক্ত প্রাণেশ রুদ্রপালের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন। উল্লেখ্য, গত শনিবার অর্থাৎ ইংরেজি নববর্ষের



প্রথম দিন তেলিয়ামুড়ার সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নির্যাতনের শিকার হয়। ছাত্রীকে জোর পূর্বক জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে

নির্যাতন চালায় প্রাণেশ রুদ্রপাল। এমনটাই অভিযোগ। নির্যাতিতা ছাত্রী ও তার পরিবারের। ওই দিন রাতেই ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছিল।

বিএসএনএলকে পুনর্জীবিত করার দাবি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।

বর্তমান সময়ে মোবাইল তথা টেলিফোন পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করোনা পরিস্থিতিতে মোবাইলের ডাটা ব্যবহারের পরিমাণের সংখ্যাও বেড়েছে। কেভিড পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সংকটের মুখোমুখি। এই অবস্থায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিএসএনএল টেলি ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি সহজলভ্য করে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে

সরকারকে। বিএসএনএলকে পুনর্জীবিত করে সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আগরতলার বিটজায়ন সংগঠিত কর্মসূচি থেকে এই বিষয়গুলো তুলে ধরেন এআইডিওয়াইও রাজ্য সভাপতি ভবতোষ দে সহ অন্যান্যরা। টেলি ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত না করে সরকারি ব্যবস্থাকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করার এদিনের কর্মসূচি থেকে দাবি জানানো হয়। তার পাশাপাশি রিচার্জের দাম কমাতে ট্রাইকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে

সংগঠনের তরফে দাবি জানানো হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি টেলি ব্যবস্থায় প্রিপেড চার্জ বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। সংগঠন নেতৃত্ব মনে করেন, অত্যাধিকারী টেলি পরিষেবা ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এই উদ্যোগ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। এদিনের কর্মসূচি থেকে সরকারি টেলি ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৯৫									
5	8			7				6	
	2		9					3	
3	4	1		6			8		
	7	5	8				3		
2	8	4	1		3			6	5
1	3		5			9	4	7	8
4		3			2				
7		9	6			1			
8						6			7

খাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই খাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।	সংখ্যা ৩৯৪ এর উত্তর
4 3 2 6 8 9 1 7 5	7 6 1 4 2 5 3 9 8
5 8 9 7 1 3 6 2 4	6 9 5 3 7 8 4 1 2
1 2 3 9 5 4 8 6 7	8 7 4 1 6 2 5 3 9
9 4 8 2 3 1 7 5 6	3 5 7 8 9 6 2 4 1
2 1 6 5 4 7 9 8 3	

দিনের আলোতে হাসপাতালের সামগ্রী পাচার!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ জানুয়ারি।। গাড়ি ভর্তি করে মহকুমা হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যায় একাংশ লোকজন। হাসপাতালের কর্মচারীরা এতে বাধা দিলেও একাংশ চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত থাকলেও ছিলেন নীরব ভূমিকায়। ছুটির দিনে এভাবে হাসপাতাল থেকে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামগ্রী গাড়ি ভর্তি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিষয়টি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের গোচরে আসার পর তিনি নিজে হাসপাতালে ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি তদন্তের নির্দেশ জারি করেন তিনি। বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের সামগ্রী এভাবে দিনের আলোতে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে তা এখনও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়নি। খোদ দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ নমঃ জানিয়েছেন কি কি

সামগ্রী গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো জবাব দিতে পারেননি এসডিএমও। তাই প্রশ্ন উঠছে, এ ঘটনায় যদি এসডিএমও’র কোনো গাফিলতি



ধরা পড়ে তাহলে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা? গোটা ঘটনাটি নিয়ে জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক নিজেও অবাক হয়েছেন। রবিবার ছুটির দিনে জনমানবশূন্য হাসপাতাল কার্যালয়ের সামনে লরি দাঁড় করিয়ে

একের পর এক সামগ্রী ভুলে নেওয়া হয়। এমনকী হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরাও গাড়ির সাথে আসা লোকজনকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেননি।

বণিকের স্বাক্ষর করা একটি চিঠি দেখান। কিন্তু এ বিষয়ে এসডিএমও বিমল কলইকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছুই বলতে পারেননি। কবে ওই সব সামগ্রীর নিলামের টেন্ডার হয়েছিল, কি কি সামগ্রী গাড়ি করে নেওয়া হচ্ছে কিছুই বলেননি তিনি। স্বাভাবিকভাবে হাসপাতাল জুড়ে গুঞ্জন চলছে একাংশ চিকিৎসকের সহযোগিতায় বিভিন্ন সামগ্রী পাচার করা হয়েছে। ঘটনা জানতে পেরে মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক এসডিএমও’র সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তিনিও কোনো উত্তর পাননি। এদিকে সোমবার হাসপাতাল কর্মী রাকেশ দে এবং ডা. মৃত্যুঞ্জয় বণিককে এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের

প্রতিনিধিরা প্রশ্ন করলে তারা জানিয়ে দেন তারা কিছুই বলবেন না। যা কিছু বলার এসডিএমও’র বলবেন। এখন সবাই অপেক্ষায় আছেন কবে গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হয়। আর সেই তদন্তে কি বেরিয়ে আসে তা দেখার জন্য।

রেগার কাজে মহিলাদের প্রশিক্ষণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ জানুয়ারি।। বিলোনিয়া ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের উদ্যোগে পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে সরকারের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রেগার কাজে মহিলাদের যুক্ত করার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। সোমবার থেকে ধনিব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস জানান, প্রত্যেক পঞ্চায়েত থেকে দু’জন করে মহিলাকে রেগার কাজের জন্য নিয়োগ করা হবে। তাই তাদেরকে প্রশিক্ষিত করার কর্মসূচি শুরু হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তাদেরকে পঞ্চায়েতে রেগার কাজের জন্য নিয়োগ করা হবে। ওই ব্লকের ১৩টি পঞ্চায়েতের জন্য ২৬ জনকে বাছাই করা হবে।

দুষ্কৃতি তাণ্ডবে আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ জানুয়ারি।। দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে আতঙ্ক রয়েছে ব্যবসায়ীরা। রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিরা দোকানের উপর পেট্রোল, মবিল ঢেলে দিচ্ছে। কোথাও আবার দোকানের সামনে থেকে লাইট চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে একপ্রকার আতঙ্কে রয়েছে ব্যবসায়ীরা। কখন আবার আশুপ লাগিয়ে দেয় এই চিন্তায় ভুগছে তারা। ঘটনা বিশালগড় থানারীনা জঙ্গলিয়া এলাকায়। সোমবার সকালে ব্যবসায়ীরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। এক ব্যবসায়ী জানান, গত কয়েকদিন ধরে তার দোকানের উপর রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিরা পচা ডিম ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছে। কোনদিন আবার বিয়ারের বোতল-সহ আবর্জনার স্তুপ তার দোকানের দরজার সামনে

ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী এক দোকানের লাইট চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তার দোকান সহ মালিকের বাড়ির সামনেও



একইভাবে মদের বোতল ফেলে যাচ্ছে। রবিবার রাত্রে তার পুরো দোকানে মবিল এবং পেট্রোল ঢেলে দেয়। ব্যবসায়ীর আশঙ্কা, হয়তো আশুপ লাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই মবিল, পেট্রোল

ঢেলে দেয়। সকালে দোকানে এসে এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন জনৈক ব্যবসায়ী। তার পাশেই আরও প্রচুর দোকান। যদি কোন

বিপদ ঘটে তাহলে রক্ষা পাবে না পেছনের বাড়িঘরও। তাই দাবি জানাচ্ছে বিশালগড় থানার পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। যদিও ব্যবসায়ীরা বিশালগড় থানার দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন।

চোখের জলে বিদায় দুই যুবককে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলা, ৩ জানুয়ারি।। কাছাকাছি এলাকার দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে বিশ্রামগঞ্জ থানারীনা ছেচিডুইমাই এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। গত রবিবার লংতরাইভ্যালি মহকুমায় ৫ যুবক ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হন। তাদের মধ্যে দু’জনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে। দুর্ভাগ্যবশত নিহত মিঠন রুদ্রপাল এবং রুবেল মিয়া’র বাড়ি ছেচিডুইমাই এলাকায়। দু’জনের বাড়ি খুব বেশি দূরত্বে নয়। স্বাভাবিকভাবে এদিন দু’জনের মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার পর গোটা এলাকার মানুষের

ভিড় উপচে পড়ে। কান্নার রোল পড়ে যায় গোটা গ্রামে। ৫ জন যুবক ঘটনাস্থলেই মিঠন এবং রুবলের



গাড়ি নিয়ে জম্পুইহিল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিলেন। প্রায় দেড়শ ফুট নিচে

পড়ে যায় তাদের গাড়ি। মৃত্যু হয়। মিঠন পেশায় গাড়ি চালক। নিজের কেনা গাড়ি চালাতেন তিনি। অপর দিকে

রুবেল বাইক মেকানিকের কাজ করতেন। মিঠন রুদ্রপালের বাড়ি ছেচিডুইমাই এলাকায় এবং রুবলের বাড়ি ননজলা এলাকায়। এদিন ময়নাতদন্তের পর দু’জনের মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে ভুলে দেওয়া হয়। মিঠন এবং রুবলকে শেষবারের মত দেখার জন্য তাদের আত্মীয়পরিজন এবং এলাকাবাসী এসে ভিড় জমান। দেখতে দেখতে এলাকার পরিবেশ ভারি হয়ে উঠে। দু’জনের পরিজনরা এখনও মনে নিতে পারছেন না তাদের প্রিয়জন আর কোনো দিন ফিরে আসবে না।

NIT NO: e-PT-62/EE/RDAD/2021-22 Dt. 01/01/2022				
The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites e-tender (two bid) in PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 21/01/2021 for Const of (1) Teachers' Training SCERT Hostel at Agartala and (2) 10 Bedded PVC (Ground Floor) at Borakha, Jirania. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.				
Sd/- Illegible Executive Engineer RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala				
ICA-C-3230-21				

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD (R&B), Khowai, Tripura invites e-tender against Press NleT No. 28/EE/PWD/KHW/2021-22 Date- 30-12-2021				
Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIT No. CE(Buildings) PWD/DNIT/ACE/Project Unit/50/2021-22	Rs. 7,16,73,536.59	Rs. 7,16,735.00	18 (eight-teen) months
All details DNIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 01-01-2022 to 28-01-2022 up to 15.00Hrs. For more details kindly visit : https://tripuratenders.gov.in & pwdkhw@gmail.com Sd/- Illegible Executive Engineer Khowai Division, PWD(R&B) Khowai, Tripura.				
ICA-C-3224-21				

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 11 /PNleT/EE/WRD-VII/PTL/2021 -22, dt.29-12-2021.				
The Executive Engineer, Water Resource Division No.-VII, Pecharthal, Unakoti, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura' invites e-Tender (F/TRI/7) from Central & State, Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27-01-2022 for the following works: (i) D.N.I.e-T. No. 17/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (ii) D.N.I.e-T. No- 18/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (iii) D.N.I.e-T. No- 19/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (iv) D.N.I.e-T. No- 20/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (v) D.N.I.e-T. No- 21/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (vi) D.N.I.e-T. No-22/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (vii) D.N.I.e-T. No- 23/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (viii) D.N.I.e-T. No- 24/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (ix) D.N.I.e-T. No- 25/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (x) D.N.I.e-T. No- 26/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (xi) D.N.I.e-T. No- 27/EE/WRD-VII/PTL/2021-22 & (xii) D.N.I.e-T. No- 28/EE/WRD-VII/PTL/2021-22. Last date and time for document downloading and bidding up to 3.00 P.M. on 27-01-2022 and Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs. on 27-01-2022 if possible.				
The notice in details can also be seen at website https://tripuratenders.gov.in				
FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA Sd/- Illegible (Er. D. Debbarma) Executive Engineer Water Resource Division No - VII Pecharthal, Unakoti, Tripura				
ICA-C-3218-21				

ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন জওয়ানরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ৩ জানুয়ারি।। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত কর্তব্য পালন করছেন টিএসআর জওয়ানরা।



রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র উষুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। সেখানে কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানরা বসবাস করেন বাঁধের পাশের একটি পরিত্যক্ত ঘরে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে সেই ঘরটি অনেক আগেই ড্যাঁমেজ হয়ে গেছে। তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেই ঘরে কিভাবে টিএসআর জওয়ানদের থাকার ব্যবস্থা করা হল? স্থানীয়দের বক্তব্য এই ঘরটিতে যেকোনো সময় বড় সড় বিপত্তি ঘটতে পারে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় এলাকাটি এতই দূরে যে, সেখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক নেই। সেখানে আজ পর্যন্ত মোবাইলের টাওয়ার বসানো হয়নি। যে কারণে সেখানে কর্তব্যরত জওয়ানরা কারো সাহায্যে ফোনে কথা বলতে পারেন না। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেও সেই সম্পর্কে খবর দেওয়ার মত সুযোগ নেই তাদের কাছে। স্বাভাবিক কারণে জওয়ানদের মধ্যেও এ নিয়ে ক্ষোভ

গরু বোঝাই গাড়ি আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৩ জানুয়ারি।। সোমবার সাপ্তাহিক হাট ছিল ফটিকরায় বাজারে। এদিন ফটিকরায় থানার পুলিশ আগরতলাগামী সড়কের শিমুলতলা এলাকায় তিনটি গরু বোঝাই গাড়ি আটক করে। গাড়ির চালককেও আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী সময় আটককৃত গাড়ি থেকে জরিমানা আদায় করা হয় বলে খবর। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেই গরু পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কিনা?

বালি মাফিয়াদের কল্যাণে লাটে পঠনপাঠন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ জানুয়ারি।। শিক্ষা ব্যবস্থার হাল হকিকত সম্পর্কে রাজবাসী অবগত রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা সহ একাধিক নানা সমস্যায় জর্জরিত রাজ্যের একাংশ স্কুলগুলি। এরইমধ্যে একাংশ বালি মাফিয়াদের কল্যাণে বিদ্যালয়ের পড়াশোনা লাটে উঠেছে। ফলে বিদ্যালয়ে এসেও ছাত্র-ছাত্রীরা পঠন পাঠন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার গোপিননগর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিঠু দাস এই অভিযোগ জানিয়েছেন। বিদ্যালয়ের পাশেই একটি নদী রয়েছে। অভিযোগ, নদী থেকে অবৈধভাবে দীর্ঘদিন ধরেই বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। এরফলে যেমন নদীর পাশে থাকা বাড়িঘরের মানুষ বিপদের মুখে পড়ে রয়েছে তেমনি সবচাইতে বিপদে পড়েছে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। যে অভিভাবকরা তাদের সন্তানের ভবিষ্যত গড়ার জন্য স্কুলে পাঠিয়েছে আর তারাই বালির মেশিনের শব্দের জন্য ঠিকমতো পাঠ নিতে পারছেনো বিদ্যালয় থেকে। মন্ডল সভাপতি, প্রধান, পরিচালন কমিটিকে নিয়ে বিদ্যালয়ে সভার আয়োজন করা হয়েছিল এই ঘটনা নিয়ে। তখন সিদ্ধান্ত হয় সেখান থেকে বালির মেশিন সরিয়ে নেওয়া হবে। অভিযোগ, কয়েকদিন বন্ধ রাখলেও পুনরায় শুরু করে দেয় বালি উত্তোলন। এই ব্যাপারটি যে বিশালগড় মহকুমার বন আধিকারিক থেকে কর্মীরা জানেন না তেমনটাও নয়। সূত্রের খবর টাকার গন্ধে বন কর্মীরা চূপ হয়ে গিয়েছে। সোমবার দুপুরেও গোপিননগর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এই অভিযোগ

এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রমীলা বাহিনীর সড়ক অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সার্কম, ৩ জানুয়ারি।। পানীয় জলের দাবিতে আবারও পথ অবরোধ করে প্রমীলা বাহিনী। এবার ঘটনা সার্কম-মনুঘাট সড়কে। সাতচাঁদ রকের ডোলবাড়ি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরিনাটিলা এলাকার মহিলারা অভিযোগ করেন, গত ১৫ দিন ধরে জলের সংকট চলছে। এদিন সকাল ৮টা থেকে মহিলারা রাস্তা অবরোধ করে বসেন। যার ফলে যানবাহন চলাচল শুরু হয়ে যায়। তাদের অভিযোগ, গাড়ি করে দু’একদিন পানীয় জল সরবরাহ করা হলেও তাতে বিশেষ কোনো কাজ হচ্ছে না। অর্থাৎ যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন, তা গাড়ি করে সরবরাহ করা হচ্ছে না। মহিলারা চাইছেন যেকোনো উপায়ে তাদের এলাকায় যেনো জল সরবরাহ করা হয়। ওই এলাকায় প্রায় দেড়শ পরিবারের বসবাস। বহুবার পঞ্চায়েত কর্তৃ পক্ষকে জানানোর পরও সমস্যার সুরাহা হয়নি। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় এদিনের আন্দোলনে शामिल হন শাসক



অবরোধকারীরা জানান, প্রধান এবং উপপ্রধানকে জানিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না। তাই তারা রাস্তা অবরোধ করেছেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত পানীয় জলের সমস্যার সমাধান না হচ্ছে আন্দোলন চলতে থাকবে। এদিকে অবরোধের খবর পেয়ে সার্কমের এক মন্ডল নেতা অবরোধস্থলে ছুটে আসেন। তিনি

দফতরের আধিকারিকরা ছুটে গেলেও অবরোধ প্রত্যাহার করতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। মহিলারা এদিনের আন্দোলনে দেখিয়ে দিয়েছেন থয়োজনে তারাও কি করতে পারেন। এখন দেখার মহিলাদের আন্দোলনের পর এলাকার জলের সমস্যা সমাধান হয় কিনা।

কন কনে শীতেও দায়িত্বে অবিচল জওয়ানরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বন্ধননগর/কদমতলা/বিলোনিয়া, ৩ জানুয়ারি।। ঘন কুয়াশায় ঢাকা রাতেও কর্তব্যে অবিচল সীমান্ত রক্ষীরা। দেশ সেবায় নিয়োজিত সীমান্তরক্ষীরা প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে ঘন কুয়াশায় ঢাকা এলাকাগুলিতে কর্তব্য পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কথায় আছে মাঘের শীতে বাঘে খায়। তবে এই

জেলার সীমান্ত এলাকাগুলি পাচারকারীদের করিডোর। তা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারদের নজরেও আছে। গত দু’মাস ধরে সোনামুড়া সীমান্তের ১৫০ নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ জওয়ানরা আসার পর থেকেই পাচারকারীরা বেকাদায় পড়ে গেছে। কিছু কিছু জায়গায় পাচারকারীরা দুঃসাহসে পাচার করতে গেলেও তা ধরা পড়ে

রয়েছে। বিশালগড় কমলাসাগর থেকে শুরু করে সোনামুড়া এনসিনগর পর্যন্ত মোট ১৩টি বিওপি রয়েছে। বিএসএফের কথা অনুযায়ী জানা যায়, এই সীমান্ত এলাকাগুলোতে ডিউটি করতে গিয়ে ৫০০ মিটার দূরে দূর এক এক জন জওয়ান থাকা দরকার। কিন্তু তার জায়গায় প্রায় এক কিলোমিটার দূর দূর বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্ত পাহারারত থাকে। তাই ঘন কুয়াশায় তাদের ডিউটি করতে অনেকটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করেও সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে কেলাসহর সীমান্ত এলাকায় জওয়ানরা টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ যখন বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকেন বিএসএফ জওয়ানরা তখনও নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যান। জওয়ানদের সক্রিয়তার কারণে নেশা কারবারের ক্ষেত্রে বেশি কিছু সাফল্য এসেছে কিংগত দিনে। একইভাবে বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকাতেও কুয়াশার দাপট এবং শীতের প্রকোপকে উপেক্ষা করে জওয়ানরা অতন্ত প্রহরীর মত দায়িত্ব পালন করছেন। গজারিয়া, ঋষামুখ, মতাই, আমজাদনগর, রাখানগর, রাণামুড়া সীমান্ত এলাকায় জওয়ানরা কঠোর নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। যাতে কোনো ধরনের বৈআইনি কার্যকলাপ না হয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা শহরের সকল জনসাধারণ এবং যান চালকদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আদ্য অর্থাৎ ০৪-০১-২০২২ (মঙ্গলবার) ইং, ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের আগরতলা সফরকে কেন্দ্র করে দুপুর ১২০০ টা ইইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্ট থেকে বিবেকানন্দ ময়দান পর্যন্ত রাস্তায় বিভিন্ন প্রকার যান চালাবার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই রাস্তায় ট্রিপর, মাটি, বাই, ইট ও সিমেন্ট বহনকারী গাড়ি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে এবং জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী যানবাহন গুলোকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার অনুরোধ করা হইল।

বিকল্প রাস্তা :-

- (১) কের চৌমুহনী - শঙ্কর চৌমুহনী - বড়জলা - ভোলাগিরি - আইএলএস - জিবি।
- (২) এডি নগর - ফ্লাইওভার - আরএমএস - ওরিয়েন্ট - লায়ল গেইট - ওমেন্স কলেজ - গণরাজ - লালবাহাদুর - ধলেশ্বর - ইন্দ্রনগর - জিবি।
- (৩) কের চৌমুহনী - শঙ্কর চৌমুহনী - বড়জলা - পঞ্চকটা - নতুন নগর - উষাবাজার - এয়ারপোর্ট।

ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের আগরতলা সফর উপলক্ষে বিবেকানন্দ ময়দানে এক প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবে এবং সেখানে ব্যাপক লোক সমাগম হইবে। এতদুপলক্ষে ট্রাফিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখার জন্য কিছু রাস্তায় যান চালাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়েছে যা নিম্নরূপ :-

- ১) এস. টি নিগম ইইতে লেইক চৌমুহনী।
- ২) শচিন সেতু ইইতে লেইক চৌমুহনী।
- ৩) বোধজং চৌমুহনী ইইতে উত্তর গেইট।
- ৪) বোধজং চৌমুহনী ইইতে ভুতুরিয়া।
- ৫) কাটাখাল ইইতে শচিন সেতু।

তাছাড়া এমবিবি বিমানবন্দর ইইতে বিবেকানন্দ ময়দান পর্যন্ত দুপুর ১২ টার পর ইইতে অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার যান চলাচল বন্ধ থাকিবে।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ইইতে জনসমাবেশে আগত যানবাহনগুলি পার্কিং করিবার জন্য নিম্নলিখিত স্থানগুলি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

- ১) দক্ষিণ, গোমটী এবং সিপাহীজলা জেলা ইইতে আগত গাড়ি :-
 - ক) নাগেরজলা, (ভারি ও মাঝারি যান)
 - খ) উমাকান্ত মাঠ, অফিস লেইন (ভারি ও মাঝারি যান)
 - গ) গান্ধীঘাটের পূর্ব অংশ (ভারি ও মাঝারি যান)
- ২) থলাই, উনকোট, উত্তর ত্রিপুরা জেলা এবং তেলিয়ামুড়া, জিরানিয়া, রানীর বাজার ইইতে আগত গাড়ি :-
 - ক) চন্দ্রপুর ISBT (ভারি ও মাঝারি যান)
 - খ) পুরানো কেন্দ্রীয় কারাগার (শুধু মাঝারি যানের জন্য)
 - গ) আশ্রম চৌমুহনী রাস্তায় দক্ষিণ অংশ (শুধু মাঝারি যানের জন্য)
 - ঘ) ক্ষুদ্রি়াম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের মাঠ (শুধু মাঝারি যানের জন্য)

- ৩) খোয়াই এবং সদর উত্তর ইইতে আগত গাড়ি :-
 - ক) নেহেরু পার্ক (ভারি ও মাঝারি যান)
 - খ) রাখানগর মোটরস্ট্যান্ড (শুধুমাত্র মাঝারি যান)
 - গ) সিংহাই ক্রসিং (শুধুমাত্র ভারি ও মাঝারি যান)

- ৪) শুধুমাত্র আগরতলা শহরের বিভিন্ন অংশ ইইতে আগত গাড়ি :-
 - ক) রবীন্দ্র ভবন থেকে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী
 - খ) লায়ল গেইট থেকে জ্যাকসন গেইট
 - গ) দুর্গা বাড়ির পার্কিং

- তাছাড়া গার্বদি এবং যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশন ইইতে আগত গাড়ি :-
 - ক) শিবনগর মর্ডার ক্লাব
 - খ) গান্ধী স্কুল
 - গ) ক্ষুদ্রি়াম বসু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল মাঠ

এই অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করা যাইতেছে।

ICA-D-1584-21	বহুজন হিতায় শ্রমিকের চেষ্টায় পুলিশ সুপার (ট্রাফিক), ত্রিপুরা, আগরতলা।
---------------	--

দুই বিদেশির সৌজন্যে ফাইনালে ফরোয়ার্ড

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারিঃ ফরোয়ার্ড ক্লাবের দুই বিদেশি ফুটবলার ভিক্টর এবং ভিদাল চিসানো সোমবার খুব ভালো খেলেছে এমন নয়। কিন্তু আসল কথা হলো, দুইজনেই প্রতিপক্ষের বক্সে অনেক ভয়ঙ্কর এবং গোলটা বেশ ভালো চেনে। মূলতঃ তাদের এই গোল ক্ষুধাই ফরোয়ার্ড ক্লাবকে রাখাল শিল্পের ফাইনালে পৌছে দিলে। তারুণ্যে ভরপুর জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সহজেই জয় তুলে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। ২০১৯-এ রাখাল শিল্পের ফাইনালে ভিক্টর-র গোলে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবারও সামনে এগিয়ে চল সংঘের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাব যে দল নামিয়েছিল সেই দলের অনেককেই এদিন প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। মূলতঃ কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হেঁটেছেন দলের কোচ সুভাষ বোস। ফলে এদিন প্রত্যাশিত ছন্দে দেখা যায়নি ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। তার পরও অনভিজ্ঞ প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে



সহজে জয় পেয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে দুই বিদেশি ফুটবলারের সৌজন্যে। পাশাপাশি বলতে হবে ডেভিডলাল সাদা-র কথা। মূলতঃ এই ত্রিফলা আক্রমণেই ফরোয়ার্ড ক্লাবকে জয় এনে দিলে। প্রথম ১৬ মিনিটের মধ্যেই তিনটি গোল তুলে নেয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। এরপর কিছুটা আত্মতৃপ্ত হই পড়ে। ফলে আর গোল হয়নি। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয়ার্ধে

ফরোয়ার্ড ক্লাবের আত্মতৃপ্তির সুযোগ নিয়ে বেশ কয়েকবার আক্রমণেও উঠে এলো জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবলাররা। কিল্লার এক ঝাঁক ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েছে তারা। বয়স কম, অনভিজ্ঞতাও একটা বড় ফ্যাক্টর। পাশাপাশি ম্যাচের শুরুতে পর পর তিনটি গোল হজম করে কিছুটা চাপেও পড়ে গিয়েছিল। তারপরও

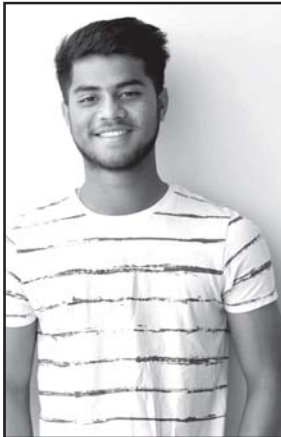
দ্বিতীয়ার্ধে সুন্দর পাসিং ফুটবল উপহার দিলো তারা। যা প্রতিপক্ষের কোচ সুভাষ বোস-রও প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। প্রথমার্ধের ৫ মিনিটে ভিক্টর-র শট জুয়েলসের বক্সে তাদের ডিফেন্ডার কুরবান জমাতিয়ার হাতে লাগে। ফলে রেফারি তা পস দেবনাথ ফরোয়ার্ডের কানুকুলে পেনাল্টির নির্দেশ দেন। পেনাল্টি থেকে

দলকে এগিয়ে দেন ভিদাল চিসানো। ২ মিনিট পর প্রীতম হোসেনের নিখুঁত পাস থেকে বল পেয়ে ফরোয়ার্ডের হয়ে ব্যবধান ২-০ করে ডেভিডলাল সাদা। ২ গোলে এগিয়ে থাকা ফরোয়ার্ড ফের ১৬ মিনিটে ৩ নম্বর গোলটি তুলে নেয় দুই বিদেশি-র যুগলবন্দিতে। ভিদাল-র কাছ থেকে বল পেয়ে এবার গোল করে ভিক্টর। প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকা ফরোয়ার্ড ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধের ৪ মিনিটে ফের সুযোগ পায়। এবার ডেভিডলাল সাদা-র কাছ থেকে বল পেয়ে সুযোগ হাতছাড়া করে ভিক্টর। ১ মিনিট পর একটি চমৎকার আক্রমণ গড়ে তুলে ফরোয়ার্ড ক্লাব। ভিদাল-র কাছ থেকে বল পায় ডেভিডলাল সাদা। বক্সে তার পায় যখন বলটি আসে তখন জুয়েলস গোলকিপার জায়গায় নেই। ফলে ডেভিডলাল সাদা-র শট গোল টুকছিল। শেষ সময়ে জুয়েলস-র ডিফেন্ডার লক্ষ্মণ জমাতিয়া গোলটি বঁচিয়ে দেয়। এরপর সেরকম আর আক্রমণ গড়ে তুলতে পারেনি

●এরপর দুইয়ের পাতায়

অমিতকে অভিনন্দন জানালো টিসিএ

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। জাতীয় আসরে ভালো বোলিংয়ের স্বীকৃতি পেলা রাজ্যের প্রতিভাবান লেগ স্পিনার অমিত আলি। টিম ইন্ডিয়ার নেট বোলার হিসেবে তাকে ভেঁকে নিলো জাতীয় নির্বাচকরা। অমিতের এই অসাধারণ কৃতিত্বে খুশি রাজ্যের ক্রীড়া মহল। টিসিএ'র সভাপতি ডা. মানিক সাহা সহ অন্য কর্মকর্তারা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আগামী ৫ থেকে ৮ জানুয়ারি ব্যাঙ্গলুরু'র এনসিএতে অনুষ্ঠিতব্য শিবিরে নেট বোলারের দায়িত্ব পালন করে বৈ যাবিত। বিশালগড়ের অমিত গত কয়েক



বছর ধরেই রাজ্য ক্রিকেটে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। জুনিয়র থেকে সিনিয়র পর্যায়ে এসেও নিজের প্রতিভার

ঝলক দেখিয়ে চলেছে। তিনটি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিতেও ট্রায়াল দিয়েছে। এবার সরাসরি টিম ইন্ডিয়ার শিবিরে। স্বভাবতই ক্রিকেট প্রেমীরা অধীর আগ্রহে অমিতের দিকে তাকিয়ে। গোটা দেশেই এখন লেগ স্পিনারের অভাব। তাই অমিতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। রাজ্যের ক্রিকেটেও এটা বিরল ঘটনা। একই সঙ্গে তিনটি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ট্রায়াল এবং টিম ইন্ডিয়ার নেট বোলার হিসেবে সুযোগ পেয়ে অমিত বুঝিয়ে দিয়েছে তার প্রতিভা। আরও বড় চমকের অপেক্ষায় ক্রিকেট প্রেমীরা।

চ্যাম্পিয়ন হলো এগিয়ে চল সংঘ

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারিঃ টিসিএ পরিচালিত মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটে খেতাব অর্জন করলো এগিয়ে চল সংঘ। রাজ্যের ফুটবলে একটি বড় নাম এগিয়ে চল সংঘ। অনল রায় চৌধুরী-র হাত ধরে রাজ্যের ফুটবল ময়দানে পথচলা শুরু করেছিল তারা। সেই ট্রাডিশন এখনও বজায় রয়েছে। এবার ক্রিকেটের ময়দানেও পা রাখলো। যদিও আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট। তবে প্রথমবার টিসিএ-র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেই খেতাব অর্জন করতে সক্ষম হলো তারা। এমনিতে এই প্রতিযোগিতার যৌক্তিকতা

নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ক্রিকেট প্রেমীরা। অতীতে মহিলা ক্রিকেটের কোন প্রতিযোগিতাতে পাঁচ বা ছয়টি বৈশি দল দেখা যায়নি। রাতারাতি এতগুলি দল গজিয়ে উঠলো কিভাবে? এই প্রশ্ন উঠেছে। দুই-তিন দিন অনুশীলন করিয়েই আনিম মেয়েদের ম্যাচের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আদৌ বাস্তবসম্মত কি না সেটাও একটা প্রশ্ন। এভাবে মহিলা ক্রিকেটের উন্নতি হবে এমন আশা কেউ করছে না। সর্বপ্রথমে দরকার সেটা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

সম্প্রস্তু সুভাষ অসম্প্রস্তু নন বিজয়

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারিঃ রাখাল শিল্পের ফাইনালে উঠে স্বভাবতই সম্প্রস্তু ফরোয়ার্ড ক্লাবের কোচ সুভাষ বোস। অন্যদিকে অশুশি নন জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের কোচ বিজয় জমাতিয়াও। প্রথম একাদশে এদিন বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন ফরোয়ার্ড ক্লাবের কোচ সুভাষ বোস। তার বক্তব্য, একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা। করতে চেয়েছিলেন। দেবতে চেয়েছিলেন আমার রিজার্ভ বেশ ক্রিরকম কন্ডিশনে আছে। এই কারণেই আজ আমাদের কিছুটা ছন্দবর্তন লেগেছে। পাশাপাশি এটাও জানালেন যে, শুরুতে ৩টি গোল পেয়ে যাওয়ার ফলে ফুটবলাররাও কিছুটা আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়ে। এই কারণেই দ্বিতীয়ার্ধে ফুটবলাররা প্রত্যাশিত খেলতে পারেনি। বিশেষ করে মাঝরাঁহী নিয়ে তার অসন্তোষ গোপন রাখলেন না। এরই মাঝে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের অনভিজ্ঞ ফুটবলারদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বিদেশি ফুটবলার নিয়ে গড়া একটি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে জুয়েলস-র ফুটবলাররা এদিন বেশ ভালো লড়াই করেছে। আমাদের দুর্বলতাগুলিও দেখিয়ে দিয়েছে। আশা করছি, ফাইনালে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

হেমেন্দ্র স্মৃতি একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারিঃ হেমেন্দ্র সেন স্মৃতি একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা আগামী ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ইউনাইটেড স্ট্রেণ্ডস-র উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দলগুলিকে ৩০০ টাকা এন্ট্রি ফি সহ আগামী ৬ জানুয়ারির মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। এদিকে, মধুসূদন স্মৃতি ভলিবল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেলা মানি কিং। উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে তীর উত্তেজনা পূর্ণ ম্যাচে তারা ৩-২ সেটে পরাস্ত করলো আগরতলা ভলিবল ক্লাবকে। মানি কিং-র পক্ষে ম্যাচের ফলাফল ২৫-২১, ২৫-২০, ২০-২৫, ১৪-২৫ এবং ১৬-১৪। ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট স্থায়ী এই ম্যাচের পটপরিবর্তন হয়েছে ঘন ঘন। শেষ পর্যন্ত জয় তুলে নেয় মানি কিং। ম্যাচ পারিচালনার ভূমিকায় ছিলেন বিশিষ্ট দল এবং সালমা দেববর্মী।

টানা দ্বিতীয়বার জয় পেলো চাম্পামুড়া, এনএসআরসিসি

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারিঃ সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের সুপার সিঙ্গেল জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো চাম্পামুড়া এবং এনএসআরসিসি। দুইটি দলই প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছিল। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় তুলে নিয়ে ফাইনালের দৌড়ে এগিয়ে রইলো দুইটি দল। এদিন নিপকো মাঠে তীর লড়াইয়ের পর এডিনগরকে হারানো চাম্পামুড়া। বলা যায়, এদিনই প্রথম চাম্পামুড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লো। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এডিনগর ৩৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৩ রান করে। সর্বোচ্চ ৫১ রান করে সোমরাজ দে। মাত্র ৪৭ বলে ৪টি বাউন্ডারি এবং ৪টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে এই রান করে

সোমরাজ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়াকেও বেশ মেহনত করতে হলো। এডিনগরের বোলাররা সহজে জিততে দেয়নি তাদের। শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় চাম্পামুড়া। অর্কজিৎ সাহা এদিনও ৫৩ রান করলো। এছাড়া বিশাল শীল করে ৩৬ রান। এডিনগরের হয়ে তুহিন দেবনাথ ২টি উইকেট তুলে নেয়। এদিকে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে এনএসআরসিসি ৫০ রানে হারিয়ে দেয় জিবি-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩৩.৫ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১৪৫ রান করে এনএসআরসিসি। দলের হয়ে দেবজ্যোতি পাল ৪২, বেদধর ভট্টাচার্য ৩২, সুরজিৎ দেববর্মী ৩০ রান করে। জিবি-র হয়ে উজ্জয়ন

বর্মণ ৩টি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অংশ ভট্টাচার্য-র (৪/২৫) দুর্দান্ত বোলিং-র সৌজন্যে মাত্র ৯৫ রানে শেষ হয় জিবি-র ইনিংস। সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে দিনের তৃতীয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় পিটিএজি-তে। ম্যাচে মডার্ন ৮৫ রানের বড় ব্যবধানে ক্রিকেট অনুরাগীকে পরাস্ত করে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মডার্ন করে ৩৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৫। দীপ দে ৫১ বলে ৭৭ রান করে। এছাড়া পার্থিব দাস করে ৪০ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অনুরাগী ৩৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৫ রানের বেশি করতে পারেনি। সর্বোচ্চ ২৮ রান করে ময়ূক চক্রবর্তী। মডার্ন-র হয়ে ২টি উইকেট তুলে নেয় পার্থিব দাস।

পরিবারকে মাঠে নামালো এক সহ-অধিকর্তা

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারিঃ বাঁচার শেষ উপায় হিসাবে এবার নিজের পরিবারকে মাঠে নামিয়ে দিলো ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের এক সহ-অধিকর্তা। সরকারি চাকুরিজীবী হয়েও নিয়ম বহির্ভূত একাধিক কাজ করে চলেছেন। সেটা চাকুরি জীবনের শুরু থেকেই। দফায় দফায় বদলি, সাসপেন্ড করেও তাকে শোধরানো যায়নি। কয়েক মাস আগে তাকে বদলি করা হয় উত্তর জেলায়। সেখানেও এক মহিলা জুনিয়র পিআই-র সাথে অশালীন আচরণ করেন। ওই জুনিয়র পিআই-ও ছেড়ে দেয়নি। তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। এরপরই নড়েচড়ে বসেন ওই মহিলা পিআই-কে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে সফল হননি। শেষ পর্যন্ত নিজের পরিবারকে মাঠে নামিয়ে



দিলেন ওই সহ-অধিকর্তা। জানা গেছে, ওই জুনিয়র মহিলা পিআই-র কাছে নাকি তিনি তার স্ত্রী এবং কন্যাকে পাঠান। যাতে তিনি মামলা প্রত্যাহার করে নেন। ঘটনায় রীতিমত ভুজ্জিত হয়ে গিয়েছে দফতরের কর্মীরা। অবশ্য তারা এতে অবাকও নন। অতীতেও

নাকি এরকম পন্থায় অনেকবার কাজ হাসিল করে নিয়েছিলেন। যখন সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয় তখনই তিনি পরিবারকে মাঠে নামান। এটাই তার বৈশিষ্ট্য। এবারও একই পন্থা অবলম্বন করেছেন। বলাই বাহুল্য, সফলও হয়েছেন। স্ত্রী এবং

●এরপর দুইয়ের পাতায়

দেশে বাড়ছে করোনা রঞ্জি ট্রফি সহ একাধিক জাতীয় ক্রিকেটের আয়োজনে প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারিঃ করোনা আক্রান্ত বোর্ড সভাপতি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পরই বিসিসিআই অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেট বাতিল ঘোষণা করেছে। এই অবস্থায় আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফি এবং ২৮ জানুয়ারি থেকে সিকে নাইডু ট্রফির খেলাগুলি সস্তাপ্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে দুইদিন আগে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পরই বোর্ড সচিব জানান, অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট বাতিল। তবে বোর্ড সচিব অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট বাতিল করার বিষয়টি জানাত গিয়ে যেভাবে এই বছর বোর্ডের ৫৩টি ম্যাচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন তখনই হবে রঞ্জি ট্রফির স্কোয়াড। অপরদিকে, আগরতলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে টিসিএ-র অনূর্ধ্ব ২৫ দল। যারা সিকে নাইডু ট্রফিতে খেলবে। তবে ঘটনা হচ্ছে, দেশে যেভাবে হঠাৎ করোনা আক্রান্ত বেড়ে যাচ্ছে এবং ওমিক্রন আতঙ্কে দেশ কাঁপছে তখন বিসিসিআই-র রঞ্জি ট্রফি বা সিকে নাইডু ট্রফির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন। রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরার ম্যাচগুলি হবে ব্যঙ্গালুরুতে। জানা গেছে, কর্ণাটকে দিনের বেলায় কারফিউ জারি হতে পারে। ফলে রঞ্জি ট্রফির

ম্যাচ নিয়ে ক্রমশঃ শঙ্কা তৈরি হচ্ছে। জানা গেছে, টিসিএ-ও নাকি রীতিমত চিন্তায় আছে যে, রঞ্জি ট্রফি এবং সিকে নাইডু ট্রফির খেলাগুলি নির্ধারিত সময়ে হয় কি না। বোর্ড সভাপতি করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে দুইদিন আগে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পরই বোর্ড সচিব জানান, অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট বাতিল। তবে বোর্ড সচিব অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট বাতিল করার বিষয়টি জানাত গিয়ে যেভাবে এই বছর বোর্ডের ৫৩টি ম্যাচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন তখনই হবে রঞ্জি ট্রফির স্কোয়াড। অপরদিকে, আগরতলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে টিসিএ-র অনূর্ধ্ব ২৫ দল। যারা সিকে নাইডু ট্রফিতে খেলবে। তবে ঘটনা হচ্ছে, দেশে যেভাবে হঠাৎ করোনা আক্রান্ত বেড়ে যাচ্ছে এবং ওমিক্রন আতঙ্কে দেশ কাঁপছে তখন বিসিসিআই-র রঞ্জি ট্রফি বা সিকে নাইডু ট্রফির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন। রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরার ম্যাচগুলি হবে ব্যঙ্গালুরুতে। জানা গেছে, কর্ণাটকে দিনের বেলায় কারফিউ জারি হতে পারে। ফলে রঞ্জি ট্রফির

পারে। বিসিসিআই-র এক কর্তা জানান, দেশে যেভাবে করোনা আক্রান্ত বাড়ছে এবং ওমিক্রন যেভাবে ভয় দেখাচ্ছে তারপর আসন্ন জাতীয় ক্রিকেটের আসরও লি নিয়ে অশাশই চিন্তাভাবনা চলছে। দেখা যাচ্ছে, করোনাবিধি মানা সত্ত্বেও অনেকেই করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়া অনেক রাজ্যে করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে নানা বিধি-নিষেধ এবং কারফিউ জারি হচ্ছে। বিসিসিআই-র মেডিক্যাল দল এই বিষয়ে নজরদারি করে চলছে। বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সাথেও বোর্ড যোগাযোগ রেখে চলছে। যদি দেখা যায় যে, রাজ্যগুলি থেকে কোন নেগেটিভ রিপোর্ট আসছে তাহলে বোর্ড রঞ্জি ট্রফি বা নাইডু ট্রফি নিয়ে নিশ্চয় নতুন করে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে আপাতত রঞ্জি ট্রফি বাতিলের কোন খবর নেই। অবশ্য আগামী ১০ দিনে যদি দেশের পরিস্থিতি খারাপ হয় (করোনা আক্রান্ত) তাহলে বা সিকে নাইডু ট্রফির ব্যাপারে নতুন অন্য চিন্তা করতে হতে পারে বোর্ডকে—জানালেন ওই কর্তা।

যুব দিবসে আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, বিরলানিয়া, ৩ জানুয়ারিঃ আগামী ১২ জানুয়ারি যুব দিবস উপলক্ষে বিরলানিয়ায় ক্রিকেট চম্পিয়ন মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উদ্যোগে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট। এদিন কলেজ মাঠে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আসরের সূচনা করেন পুর পরিষদের কাউন্সিলার সুশংকর ভৌমিক এবং বিশ্বনাথ দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিরলানিয়া কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণ। আগামী ১২ জানুয়ারি আসরের ফাইনাল ম্যাচ এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। পাশাপাশি ওইদিন বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হবে। এদিনের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করে



অতিথিরা। বলেন, ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে যাতে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠে সেটা

নিশ্চিত করতে হবে। খেলা যাতে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকেও নজর রাখার আবেদন জানান তারা।



Tripura marching towards All round Development

Inauguration of

New Integrated Terminal Building of Maharaja Bir Bikram Airport, Agartala

- Comfortable movement for over 15 Lakh Passengers per annum
- 4 Aerobridges for seamless passenger movement
- Tripura to become Gateway of North East
- Facilitating air transport of local produce and products
- Growth of trade, tourism and economy
- Eco-friendly Airport
- Terminal Building of 30,000 sq. metres
- Peak Hour capacity of 1200 Passengers
- Investment of Rs. 450 Crore

and Launch of

Mission 100 -Vidyajyoti Schools

- Holistic and creative education to 1.2 Lakh children
- ICT Labs and Vocational education for igniting Minds
- 100 Vidyajyoti Schools to be "Centres of Excellence"
- Modern Infrastructure for all round development of Children
- Investment of Rs. 500 Crore

and

Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana

- Holistic development of Villages
- 100 % coverage of Household drinking water tap connections and domestic electricity connections
- 100% coverage of Ayushman Bharat, Ujjwala Yojana, Immunization, Kisan Credit Card and Crop Insurance
- All weather roads within villages
- Incentive of Rs. 6 Lakh for Gram Panchayats and Village Committees on saturation

by

Narendra Modi

Prime Minister

in the august presence of

Satyadeo Narain Arya

Governor, Tripura

Biplab Kumar Deb

Chief Minister, Tripura

Jishnu Dev Varma

Deputy Chief Minister, Tripura

Jyotiraditya M. Scindia

Union Civil Aviation Minister

Km. Pratima Bhoumik

Union MoS for Social Justice and Empowerment

at 2 P.M. on Tuesday, 4th January, 2022 ■ Swami Vivekananda Maidan, Agartala, Tripura

Join the event live at : **DD NEWS** DD NEWS



Biplab Kumar Deb



ICA Tripura

ICA-D-1583-2021-22